ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-17 ■ 23 October, 2024 ■ আগরতলা ২৩ অক্টোবর, ২০২৪ ইং ■ ৬ কার্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শেখ হাসিনার পদত্যাগপত্র নিয়ে বির্তক

এবার রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল বাংলাদেশ, বঙ্গ ভবনের সামনে বিক্ষোভে আহত ৩

মনির হোসেন, ঢাকা, ২২ অক্টোবর ।। আবারও উত্তাল হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। শেখ হাসিনার পদত্যাগ পত্র নিয়ে বিতর্কের জেরে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের দাবিতে আজ বঙ্গভবন চত্বর রণক্ষেত্রের রূপ নিয়েছে। এদিন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের দাবিতে বঙ্গভবনের সামনে অবস্থানরত দুই শিক্ষার্থী সহ তিন জন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটার কিছু আগে এই ঘটনা ঘটেছে। পরে আহতদেরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাদের আঘাত গুরুতর নয় বলে জানা গেছে। এদিন তারা বঙ্গভবনে ঢুকতে গেলে পুলিশ তাদের বাধা দেয় ও সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়েছে। এ সময় তারা আহত হয়েছেন।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের দাবিতে মিছিল।

রাত ১০টার পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক আব্দুল হান্নান মাসুদ ও আরিফ সোহেল বঙ্গভবনে যান। সেনাবাহিনীর মাইক নিয়ে আব্দুল হান্নান বিক্ষোভরত জমায়েতকে শান্ত করার চেষ্টা করলে উল্টো ফল হয়। পরে হান্নান ও আরিফ সোহেল বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে রাস্তার উপর বসে পড়েন।

প্রসঙ্গত, মানবজমিন পত্রিকার সম্পাদককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন শেখ হাসিনার কোনো পদত্যাগপত্র খুঁজে পাননি। এই খবর প্রকাশ হওয়ার পর সরকার পতন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ দাবি করছে।

মঙ্গলবার আন্দোলন কারীদের একটি পক্ষ দিনভর বঙ্গভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পদত্যাগের সময় বেঁধে দিয়েছে।

সন্ধ্যার পর তারা বঙ্গভবনের সামনে ব্যারিকেড ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলে সেনাবাহিনীর জওয়ানরা তাদেরকে বাধা দেন। এর কিছুক্ষণ পর পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। শিক্ষার্থীরা তখন তাদের ওপর চড়াও হয় বলে গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন ভিডিওতে দেখা গেছে। পুলিশও আন্দোলনকারীদের ওপর লাঠিপেটা করে, এ সময় সাউন্ড গ্রেনেডও ছোড়া হয়েছে।সেখানে যাওয়া পুলিশের একটি গাড়িতে লক্ষ্য করে আন্দোলনকারীদের ইট পাটকেল ছুড়তে দেখা গেছে। গাড়িতে উঠে পুলিশকে লাঠি দিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঘূর্ণিঝড় 'দানা'-র প্রভাবে রাজ্যে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা, হলুদ সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর ।। ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় "দানা"। এ প্রভাবে রাজ্যে ২৩, ২৪ এবং ২৫ অক্টোবর হলুদ সর্তকতা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর পূর্বাভাস অনুযায়ী ২৩ তারি অক্টোবর অর্থাৎ বুধবার থেকেই রাজ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তিন দিনেই রাজ্য জুড়ে হলুদ সর্তকতা জারি করা হয়েছে।

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী বুধবার ২৩ অক্টোবর গোটা রাজ্যে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণ জেলা জুড়ে হলুদ সর্তকতা জারি করা হয়েছে। দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে। ২৪ অক্টোবর বৃহস্পতিবার দক্ষিন জেলা, গোমতী ও সিপাহীজলা জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ ও বজ্রপাতের আশঙ্কা রয়েছে বলেও খবর। এদিকে ২৫ অক্টোবর শুক্রবারেও ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। থাকছে হলুদ সর্তকতা জারি। এদিনও দক্ষিন জেলা, গোমতী ও সিপাহীজলা জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

২৩, ২৪ ও ২৫ অক্টোবর

এদিকে, আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে, পূর্ব বঙ্গোপসাগরে একটি সিস্টেম গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এটি সাগরদ্বীপ থেকে ৭৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে এবং উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আগামীকাল সকালে এটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এরপর এটি সাগরের উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে। ২৪ অক্টোবর সকালের মধ্যে এটি তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে এবং ২৪ ও ২৫ অক্টোবর রাতে ওডিশা উপকূলের দিকে অগ্রসর হবে।

মঙ্গলবার আবহাওয়া অধিকারী হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানান, বাতাসের গতিবেগ থাকবে ১০০ থেকে ১১০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। ২৩ অক্টোবর দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলা হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, তবে উপকূলের জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ২৪ এবং ২৫ অক্টোবর দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়া খুব খারাপ থাকবে, বিশেষ করে সাউথ ২৪ পরগনা, পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা এবং ঝাড়গ্রামে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির পরিমাণ ৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। ২৬ অক্টোবর বৃষ্টির পরিমাণ কমে যাবে, তবে একাধিক স্থানে ভারী বৃষ্টিরউড়িষ।

উপকূল অঞ্চলে ২৪ তারিখ সন্ধ্যা থেকে ২৫ তারিখ সকালে বাতাসের গতিবেগ ১০০ থেকে ১২০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা হবে, বিশেষ করে পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূল এলাকায়। মৎস্যজীবীদের জন্য গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা জারি করা হয়েছে, যা ২৩ থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত প্রযোজ্য থাকবে।

তিন সন্তানের জননীকে নিয়ে রেলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী প্রেমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভ্যালী, ২২ অক্টোবর ।। সাত সকালে রেলের নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে তিন সন্তানের জননী এবং তার প্রেমিক। ওই ঘটনায় লংতরাইভ্যালী মহকুমার ৮২ মাইল নালকাটা রেললাইনের ওভারবিজ্র সংলগ্ন এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে মনু থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মনু সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গত ১০ বছর আগে নালকাটা বক্তসিং পাড়ার বাসিন্দা রণ দেববর্মার সাথে খোয়াই জেলার নিবাসী ফুলেক্তি দেবর্বমার (২৮) সামাজিক মতে বিয়ে হয়েছিল। তাদের বর্তমানে তিন সন্তানও রয়েছে। কিন্তু বেশ কিছু দিন আগে ওই পাড়ার বাসিন্দা ইয়াতুক দেবর্বমার (২৬) সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন ফুলেক্তি দেববর্মা। গত রবিবার তারা বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। গতকাল রাতে দুজনেই বাড়ি ফিরে আসায় স্বামীর সাথে ঝগড়া হয়েছিল ফুলেক্তির। পরবর্তী সময়ে তারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। তাদের অনেক খোঁজাখুজি করলেও হদিশ পাওয়া যায়নি।

আজ সাত সকালে নালকাটা রেললাইনের ওভারবিজ্র সংলগ্ন এলাকায় দুজনের মৃতদেহ দেখতে পান এলাকাবাসী। সাথে সাথে তাঁরা মনু থানায় খবর দিয়েছেন। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে মনু সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র পাঠিয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

মোদী-নাড্ডাকে ধন্যবাদ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজের আসন সংখ্যা বাড়ল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর ।। ত্রিপুরায় ডেন্টাল শিক্ষার আরও সুযোগ তরান্বিত হল। ত্রিপুরা সরকারি ডেন্টাল কলেজের আসন সংখ্যা বৃদ্ধিতে সিলমোহর দিল কেন্দ্র সরকার।

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজে বিডিএস কোর্সে আসন সংখ্যা ৫০ থেকে বৃদ্ধি করে ৬৩ করা হয়েছে। নিজ সামাজিক মাধ্যমে এই খবর জানিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী জেপি নাড্ডাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এর ফলে রাজ্যের ডেন্টাল কলেজে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

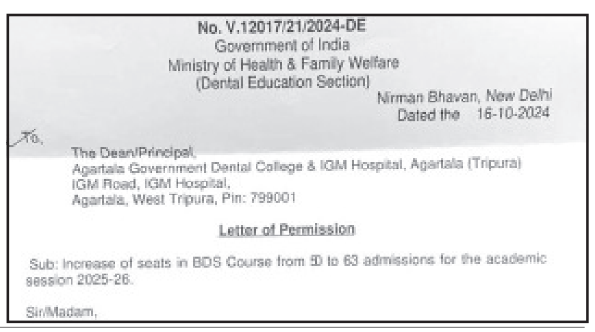
No. V.12017/21/2024-DE
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
(Dental Education Section)

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 16-10-2024

To,
The Dean/Principal,
Agartala Government Dental College & IGM Hospital, Agartala (Tripura)
IGM Road, IGM Hospital,
Agartala, West Tripura, Pin: 799001

Letter of Permission

Sub: Increase of seats in BDS Course from 50 to 63 admissions for the academic session 2025-26.

Sir/Madam,

দীপাবলি উৎসবকে কেন্দ্র করে ইন্দ্রনগর কালীবাড়িতে প্রস্তুতি তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর ।। আলোর উৎসব দীপাবলিতে এ বছরও ইন্দ্রনগর কালীবাড়িতে তিন দিনব্যাপী পূজা ও উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। দীপাবলি উপলক্ষে নতুন সাজে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে কালী মন্দির।

৩১ই অক্টোবর আলোর উৎসব দীপাবলি। আলোর উৎসব দীপাবলিতে কেন্দ্র করে প্রত্যেক বছরের ন্যায় এ বছরও ইন্দ্রনগর জয় মা কালী সন্তান সংঘ মন্দির সেজে উঠছে নতুন রূপে। রং থেকে শুরু করে লাইটিং ও মায়ের মূর্তি নতুন রূপে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। মন্দির কমিটির সম্পাদক টিংকু ঘোষ বলেন, প্রতিবছরের মতো এবারও মন্দির প্রাঙ্গন সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি।

৪২ লাখের নেশা সামগ্রী সহ ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর ।। নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে আমতলী থানার পুলিশ। আজ ভোরে এক বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১৬ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট ও ৬ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। সাথে বাড়ির মালিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ৪২ লক্ষ টাকা হবে বলে জানান তিনি পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার ডক্টর কিরন কুমার কে।

এবিষয়ে পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার ডক্টর কিরন কুমার কে বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে ফুলতুলি নয়া পাড়ার নিবাসী দেবজিত ভৌমিকের বাড়িতে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী মজুত রয়েছে। ওই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ আজ ভোরে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে অভিযুক্তের বাড়ি থেকে ১৬ হাজার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি-মথার সংঘর্ষ ঘিরে উত্তপ্ত চড়িলাম, প্রতিবাদে থানা ঘেরাও, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ অক্টোবর ।। বিজেপি তিপ্রা মথা দলের সংঘর্ষ ঘিরে উত্তপ্ত চড়িলাম। বিজেপি - তিপ্রা মোথা দলের সংঘর্ষকে ঘিরে বিশালগড় থানা ঘেরাও করে বিজেপির সদস্যরা। তিপ্রামথা দলের কর্মীর বিজেপি কর্মীর উপর আক্রমণের প্রতিবাদে বিশ্রামগঞ্জ থানায় ডেপুটেশন দিলেন বিজেপি কর্মকর্তারা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, চড়িলাম বাজারে সোমবার রাতে বিজেপির কর্মী চন্দ্র জিৎ দেবনাথের উপর আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে ত্রিপ্রা মোথা কর্মী তথা আইনজীবী জাকির হোসেন। দলের কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে দোষীকে গ্রেপ্তার করার দাবি উঠেছে। এই সবাইকে ঘিরে মঙ্গলবার দুপুরে বিশালগড় থানা ঘেরাও করে চড়িলাম বিজেপি মন্ডল সভাপতি রাজকুমার দেবনাথ সহ বিজেপি কার্য্যকর্তা এবং চড়িলাম এলাকাবাসী। সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক জিষ্ণু দেববর্মার পুত্র প্রতীক কিশোর দেববর্মা। ঘটনাকে ঘিরে বিজেপি কর্মকর্তারা প্রথমে বিশালগড় থানা ঘেরাও করে; যেখানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার রাজিব সূত্রধর এবং থানার ওসি সঞ্জিত সেন। বিজেপি কর্মীরা দাবি জানান, চড়িলাম বাজার এলাকায় অভিযুক্ত আইনজীবী প্রতিনিয়ত ত্রিপ্রা মোথা দলের কর্মী হিসেবে পরিচয় দিয়ে একাধিক বিজেপি কর্মীদের ওপর আক্রমণ করেছেন এবং বিজেপি কর্মীদের দোকান চিহ্নিত করে লুটপাটও করেছেন। বিজেপি কর্মীদের মতে, অভিযুক্ত জাকির হুসেন পূর্ব থেকেই বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমায় জড়িত ছিল, এমনকি ছিনতাইয়ের কাণ্ডেও জড়িত সে। এসব অভিযোগে আইনের গ্যাড়াকল থেকে বাঁচার লক্ষ্যে ত্রিপ্রা মোথা মাইনোরিটি সেলের চেয়ারম্যান শাহ আলমের হাত ধরে মহারাজা প্রদ্যুৎ এর দলে যোগদান করেছিল সে। গোটা চড়িলাম বিধানসভা এলাকায় এই ঘটনা ঘিরে অস্থিরতা বর্তমান।

রাজ্যে মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তোলার উপর সরকারের অগ্রাধিকার ঃ অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। আগে কন্যা সন্তানকে সমাজের বোঝা মনে করা হতো। তাদের অবহেলা করা হতো। কন্যা ভ্রুণ হত্যা করা হতো। এই ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অভিযানের ডাক দিয়েছেন। বর্তমানে এটি একটি স্লোগান নয়, একটি আন্দোলন। আজ উদয়পুরের রাজর্ষি হলে গোমতী জেলাভিত্তিক বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচির উদ্বোধন করে একথা বলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়।

গোমতী জেলা প্রশাসন, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং জেলা সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা কার্য্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে অর্থমন্ত্রী বলেন, মহিলাদের সার্বিক বিকাশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিভিন্ন প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন। রাজ্যে মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তোলার উপর সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যেও খুব গুরুত্ব দিয়ে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি রূপায়ণ করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী বলেন, এখন মহিলারা সমাজের সকল স্তরে সফলতার সঙ্গে কাজ করছেন। লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে গোমতী জেলা খুব ভালো কাজ করছে। সবার সহযোগিতায় এটা সম্ভব হয়েছে। এখন মেয়েদের শিক্ষার হার বেড়েছে। মেয়েদের স্কুলে আসার জন্য সরকার সাইকেল দিচ্ছে। কলেজে ভর্তির জন্য মেয়েদের আর ফি দিতে হয় না। চাকরি ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুখমন্ত্রী যুব যোগাযোগ যোজনার মাধ্যমে কলেজ ছাত্রীদের মোবাইল ফোন কেনার জন্য সাহায্য করা হচ্ছে। তিনি বলেন, স্বসহায়ক দলের মাধ্যমে মহিলাদের স্বশক্তিকরণে কাজ চলছে। বর্তমানে ত্রিপুরাতে প্রায় ৫ লক্ষ মহিলা স্বসহায়ক দলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। রাজ্যে ১ লক্ষ দিদিকে লাখপতি দিদি বানানোর জন্য কাজ চলছে। রাজ্যে এখন প্রায় ৮৩,০০০ দিদি লাখপতি হয়ে গেছেন।

অনুষ্ঠানে বিধায়ক অভিষেক দেবরায় বলেন, মহিলা স্বশক্তিকরণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করে চলেছেন। মেয়ে সন্তানদের অবহেলা না করে তাদের যত্ন নিতে হবে। রক্তাল্পতা মুক্ত ভারত গড়ে তোলার জন্য প্রধানমন্ত্রী কাজ করছেন। এখন মৃত্যুর হার অনেক কমেছে। অনুষ্ঠানে উদয়পুর পুরপরিষদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোমবাতি তৈরি করে স্বনির্ভর ১০৩২৩ চাকুরিচ্যুত শিক্ষক সুমন

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২২ অক্টোবর ।। খোয়াইএর লালছড়াতে মোমবাতি তৈরি করে সংসার প্রতি পালনের পাশাপাশি নিজে স্বনির্ভর হয়ে সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন ১০৩২৩ চাকুরিচ্যুত শিক্ষক সুমন দাস। আর সামনে আলোর উৎসবকে কেন্দ্র করে উনার মোমবাতির চাহিদাও তুঙ্গে।

কালীপুজো মানেই আলোর উৎসব। সেদিন আলোক মালায় সেজে উঠবে গোটা বিশ্ব। এই আলোর উৎসবকে আরও রঙিন করে তুলতে বাজারে নানা রংয়ের বৈদ্যুতিক আলোর পাশাপাশি সমানতালে বিক্রি হয় রং-বেরঙের মোমবাতি। আর এই আলোর উৎসবে মোমবাতি বিক্রিতে আয় হবে কয়েকগুণ। কেননা চাহিদাও তুঙ্গে রয়েছে। বর্তমানে এই আশায় প্রহর গুনছেন ১০৩২৩ এর চাকরিচ্যুত শিক্ষক সুমন দাস। খোয়াইয়ের লালছড়া নিবাসী এই শিক্ষক এক সময়ে চাকুরিচ্যুত হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন।

কিন্তু নিরাশ না হয়ে এই উদ্যমী যুবক চাকরি হারিয়ে নিজেকে স্বনির্ভর করে তুলতে শুরু করেন মোমবাতি তৈরির কাজ। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে নিজ বাড়িতেই সে মোমবাতি তৈরির সরঞ্জামে এনে এই কাজ শুরু করার পর চাকুরী হারানোর বেদনা ভুলে যান। বর্তমান উনার হাতে তৈরি মোমবাতির কদর রয়েছে খোয়াই বাজারে। শুধু তিনিনএকাই স্বাবলম্বন হননি। উনার কারখানায় বর্তমানে দিনরাত কাজ করছেন ১০ থেকে ১২ জন মহিলা।

উদ্যমী সুমন দাস জানান আগে শুধু কালীপুজোর সময় মোমবাতির চাহিদা থাকত। বর্তমানে সারা বছরই অল্পবিস্তর মোমবাতির চাহিদা থাকায় বছরভর মোমবাতি তৈরি করতে হয়। তবে কালীপুজোর সময় কাজের চাপ অস্বাভাবিক মাত্রায় বেড়ে যায়। তিনি আশা করেন, এ বছর ব্যবসা ভাল হবে। চাকরি হারিয়ে বসে না থেকে সত্যিই আজ সমাজে এক এক নজির গড়লেন খোয়াই লাল ছড়া এলাকার চাকুরিচ্যুত শিক্ষক সুমন দাস।

জাগরণ আগরতলা ২৩ অক্টোবর ২০২৪ ইং
৬ কার্ত্তিক বুধবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

প্লাস্টিক কণা বিপদের হাতছানি

আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির কল্যাণে দেশ ও মানব সভ্যতা অনেক উন্নত হইয়াছে। বিজ্ঞানের আশীর্বাদ নিঃসন্দেহে মানব সভ্যতাকে বহুগুণ অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে বিজ্ঞানের যেমন আশীর্বাদ রহিয়াছে তেমনি বিস্তর অভিশাপও রহিয়াছে। সৃষ্টির সবচাইতে উন্নত জীব হইল মানুষ। মানুষকে বিচার-বিশ্লেষণ করিতে হইবে বিজ্ঞানের আশীর্বাদকে আমরা কিভাবে কাজে লাগাইবো। বিজ্ঞানের অভিশাপকে দূরে ঠেলিয়া মানব সভ্যতাকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে আশীর্বাদকে গ্রহণ করিতে হইবে। অন্য তার বিজ্ঞানের অভিশাপ সভ্যতাকে চরম বিপর্যয়ের মুখে ফেলিয়া দিবে। এই চিরন্তন সত্য কথা মানিয়া না চলিলে বিপদ আসন্ন।

সম্প্রতি গবেষণায় দেখা গিয়াছে, মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মাইক্রোপ্লাস্টিকের (প্লাস্টিকের অতিক্ষুদ্র কণা) উপস্থিতি, যাহার মধ্যে মস্তিষ্ক এবং লিভারের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গও রহিয়াছে। মাইক্রোপ্লাস্টিক হলো ৫ মিলিমিটারের চাইতে ছোট আকারের প্লাস্টিক কণা, যাহা পরিবেশে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়ে এবং সহজেই বিভিন্ন খাবার, জল, এমনকি বায়ুর মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে।

সমুদ্র, নদী, এবং লেকের জলে থাকা মাইক্রোপ্লাস্টিক মাছ, চিংড়ি এবং অন্যান্য সামুদ্রিক খাবারের মাধ্যমে মানুষের খাদ্যচক্রে প্রবেশ করে। এছাড়া বোতলজাত জল এবং প্রক্রিয়াজাত খাবারের মাধ্যমেও এই কণা আমাদের দেহে ঢুকিয়া পড়ে।

বাতাসের মাধ্যমে শ্বাস নেওয়ার সময় মাইক্রোপ্লাস্টিক আমাদের ফুসফুসে ঢুকিয়া পড়ে।

দৈনন্দিন ব্যবহৃত প্রসাধনী এবং প্লাস্টিক পণ্য থেকেও মাইক্রোপ্লাস্টিক আমাদের ত্বক এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করিতে পারে।

কিছু গবেষণায় ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, মাইক্রোপ্লাস্টিক মস্তিষ্কের কোষের ক্ষতি করিতে পারে এবং নিউরোলজিক্যাল সমস্যার সৃষ্টি করিতে পারে। এটি স্নায়ুর কাজকর্মে বিঘ্ন ঘটাইয়া স্মৃতিশক্তি এবং মানসিক স্থিতি কমাইতে পারে।লিভার হ ইলো দেহের অন্যতম প্রধান ডিটক্সিফিকেশন অঙ্গ।মাইক্রোপ্লাস্টিক লিভারের কোষে জমা হইয়া তাহা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে। এটি লিভারের কার্যক্ষমতা হ্রাস করে এবং লিভার সিরোসিস বা ফ্যাটি লিভারের মতো রোগের কারণ হইতে পারে। মাইক্রোপ্লাস্টিক যৌন হরমোনের উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে, যাহা প্রজননক্ষমতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।মাইক্রোপ্লাস্টিক অন্ত্রের দেয়ালকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে, যাহা পুষ্টির শোষণ প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটায় এবং অন্ত্রের প্রদাহের ঝুঁকি বাড়ায়।

একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাইয়া টেকসই উপকরণের পণ্য ব্যবহার করা উচিত।

মাইক্রোপ্লাস্টিকের দূষণ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো এবং প্লাস্টিক বর্জ্য কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা। মাইক্রোপ্লাস্টিকের এই ছড়াইয়া পড়া এবং তাহার স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়া বিশ্বজুড়িয়া গবেষণা অব্যাহত রহিয়াছে। মানুষের শরীরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব নিয়া আরও গবেষণা প্রয়োজন।

বিজনির মনেশ্বরী এলাকার রেলপথে উদ্ধার অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মৃতদেহ

চিরাং (অসম), ২২ অক্টোবর (হি.স.) : চিরাং জেলান্তর্গত বিজনির মনেশ্বরী এলাকার রেলওয়ে ট্র্যাকের পাশে উদ্ধার হয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের মৃতদেহ।

আজ মঙ্গলবার সকালে নিউ বঙাইগাঁও-গুয়াহাটি ডাবল রেল সড়কের ২৬৯/৬৭ কিলোমিটার খুঁটির কাছে উদ্ধারকৃত নিহত ৩৫ বছর বয়সি যুবকের পরনে রয়েছে নীল রঙেরে জিনস প্যান্ট এবং গোলাপী রঙের শার্ট।

খবর পেয়ে বিজনি স্টেশন থেকে রেলওয়ে পুলিশের দল ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহটো উদ্ধার করে তাঁদের ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। মৃত যুবকের পরিচয় উদ্ধার করতে চেষ্টা চালিয়েছে রেল পুলিশ। ইতিমধ্যে মৃতদেহের ময়না তদন্ত করতে হাসপাতালের মর্গ পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

সব ধর্মই যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলে, ব্যতিক্রমী ইসলাম, কটাক্ষ তথাগতর

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : "ইসলামের সঙ্গে অন্য ধর্মের মূল প্রভেদ হচ্ছে, অন্য সব ধর্মই যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলে।" মঙ্গলবার এই মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, "হিন্দুধর্মে একসময় সতীদাহ, নরবলি, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি কুপ্রথা ঢুকেছিল, আজকে তা হিন্দুর চোখে ঘৃণ্য। খ্রিষ্টানরা জোয়ান অফ আর্ককে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছিল, আজকে সেটা তাদের চোখে ঘৃণ্য।

কিন্তু ইসলাম এক অচলায়তন। চৌদ্দশো বছর আগে তাদের নবী যা করত বা বলত সেটা তারা আজ অনুসরণযোগ্য বলে মনে করে। তার বিশাল ফিরিস্তি আছে, শুধু দুটো বলি। কোন নারী যদি ধর্ষিতাও হয়, তাহলেও সে বিবাহের বাইরে যৌনসংসর্গ করেছে বলে তাকে পাথর মেরে খুন করার বিধান আছে।একজন পুরুষ সাক্ষীর সাক্ষ্যের সমান দুইজন নারীর সাক্ষ্য।

কিন্তু এর মধ্যে বিশাল ভণ্ডামিও যাচ্ছে। নবীর সময় মসজিদ থেকে চেঁচিয়ে আজান দেওয়া হত, এখন কেন লাউডস্পিকার ব্যবহার হয়? তখন সবাই উট চড়ে যাতায়াত করত, এখন কেন মোটরগাড়ি চড়ে?"

ভাঙড়ে চায়ের দোকানে গলা কাটা দেহ উদ্ধার, ছড়ালো চাঞ্চল্য

ভাঙড়, ২২ অক্টোবর (হি.স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে চায়ের দোকান থেকে উদ্ধার হল গলা কাটা দেহ। মৃতের নাম জব্বার মোল্লা (৫৫)। ভাঙড়ের শাকশহর এলাকায় তাঁর চায়ের দোকান রয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে বাবা জব্বারের দোকানে গিয়েছিলেন ছেলে মুজিবর আলি। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখেন বাবা দোকান খোলেইনি। তারপরে মুজিবর নিজেই দোকান খুলে দেখেন বাবা জব্বারের গলা কাটা মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। সেই দৃশ্য দেখে শিউরে ওঠেন মৃতের ছেলে। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়দের ডেকে বিষয়টি বলে সে। পুলিশেও খবর দেওয়া হয়। ভাঙড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। জব্বারের দেহে একাধিক ক্ষত চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে বলে খবর। সঙ্গে ওই দোকানের ভিতরে ৫০-১০ টাকার নোট ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতেও দেখে পুলিশ। পরিকল্পিত খুন নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে! তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে ভাঙড় থানার পুলিশ।

ভারতের উত্থান: অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির একটি নতুন যুগ

সন্তোষ কুমার ও সরলা মিনা

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বিষয়ে আলোচনায় অনেকদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে শীর্ষে রয়েছে ভারত এবং চিন, এই দুই বৃহত্তম উদীয়মান অর্থনীতি। সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ইন্ডিয়া লিডারশিপ সামিটে এই দুই বিশাল অর্থনৈতিক শক্তির মধ্যে অর্থনৈতিক গতিশীলতার মধ্যে পরিবর্তনের ওপর সর্বাধিক চর্চা করা হয়। যদিও গত কয়েক দশক ধরে চিনের দ্রুত প্রবৃদ্ধি তাকে বিশ্ব মঞ্চে একটি প্রভাবশালী খেলোয়াড় হিসাবে পরিণত করেছে, অন্যদিকে ভারতের সাম্প্রতিক বিকাশ ও প্রবৃদ্ধি বিশ্ব সম্প্রদায়ের নজর টেনে নিচ্ছে। বিশ্ব ব্যাপী ভারতের দিকে উচ্চ প্রত্যাশার নজর তাকে বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি শক্তিশালী প্রতিযোগী হিসাবে স্থান দিয়েছে। এই উর্ধগামী পথের গুরুত্ব তুলে ধরে মার্কিন-ভারত কৌশলগত অংশীদারিত্ব ফোরামের চেয়ারম্যান জন চেম্বারস মন্তব্য করেছেন 'এই শতাব্দীর শেষের দিকে ভারত কেবল চিনকে ছাড়িয়েই যাবে না শুধু, জিডিপির (সার্বিক ঘরোয়া উৎপাদন)-র মাপকাঠিতে একশ ভাগ বৃহত্তর হয়ে উঠবে'। তাঁর এই আশাবাদের মূল কোনোরকম উচ্চতর ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে নিহিত ছিল না; তবে রূপান্তরমূলক নীতি এবং সংস্কার কার্যকলাপের মাধ্যমে গত দশকে ভারত যে বাস্তবিক অগ্রগতি দেখিয়েছে এবং দেশের অর্থনৈতিক চেহারাকে আমূল ভাবে বদলে দিয়েছে এর ওপর নিহিত ছিল। রূপান্তরের এই বাস্তবিকতা দেশের অসাধারণ উত্থান নিয়ে এবং বিশ্ব মঞ্চে এর ভবিষ্যত সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনার আবহ তৈরি করেছে।

চেম্বার্স দূরের ভবিষ্যতের ব্যাপারের মধ্যে থামেননি। তিনি, ইতিমধ্যে সুপ্রোথিত ভারতের ভিত্তিমূলের প্রতিফলনকে দেখতে চেয়েছেন এবং এজন্য ভারত সরকারের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন। তিনি মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, ' আমি মনে করি এই প্রশাসন এই দশকের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত করার অসাধারণ কাজটি করেছে তার প্রথম পাঁচ বছরে '। আসলে এও সত্যি যে, তাঁর এই মন্তব্য এসেছে ভারতের অসাধারণ অর্থনৈতিক সাফল্যের প্রেক্ষাপটে, যেকারণে ভারত ধারাবাহিকভাবে খাড়া প্রবৃদ্ধি অর্জন করে দেখাচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের ভারত উন্নয়ন প্রতিবেদন অনুসারে ২০২৪-২৫ সালে দেশের জিডিপি-র ৭ শতাংশ হারে মজবুত বৃদ্ধি পাবে, যা বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বড় অর্থনীতি হিসাবে তার অবস্থানকে নির্দেশ করছে। এই বৃদ্ধির গতি আগে থেকেই অব্যাহত রয়েছে- কেননা, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে জিডিপি ৭ শতাংশ বেড়ে ২০২৩-২৪ সালে ৮.২ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সংখ্যাগুলি ভারতের অর্থনীতির অনন্য মসৃন গতিময়তাকে এবং একটি সুনির্দিষ্ট কৌশলের ফলকে প্রতিফলিত করে। ভারতের দ্রুত বৃদ্ধির চিত্রের উলটোদিকে, চীনের অর্থনৈতিক গতির রেখাচিত্র কিন্তু থমকে থমকে চলছে। বিশ্বব্যাংকের মতে ২০২৪-এ চীনের জিডিপি বৃদ্ধির হার ৪.৮ শতাংশ হবার সম্ভাবনা এবং তা আরো নেমে ২০২৫-এ গিয়ে দাঁড়াবে ৪.৩ শতাংশে।

ভারতের ইতিবাচক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে সেবির পূর্ণ সময়ের সদস্য অনন্ত নারায়ণ এনএসই-তে বিনিয়োগকারী সচেতনতা সপ্তাহের অনুষ্ঠানে ভারতের চিত্তাকর্ষক অর্থনৈতিক চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "গত পাঁচ বছরে ভারতীয় বাজারসমূহ ধারাবাহিকভাবে প্রায় ১৫ শতাংশ যৌগিক বার্ষিক বৃদ্ধির হার দিয়েছে, চিনের বাজারগুলি এর ধারেকাছেও ভিড়তে পারেনি।এরা ছিল প্রায় শূন্য। প্রকৃতপক্ষে হংকংয়ের মতো কিছু ক্ষেত্রে তাদের বৃদ্ধির হার ছিল ঋণাত্মক "। নারায়ণ জোর গলায় বলেন যে, ২০২৪ সত্যি একটি ব্যতিক্রমী বছর - যেখানে বেঞ্চমার্ক সূচকগুলি ২৮ু হারে বেড়েছে এবং যখন অস্থিরতার সূচক তলানির দিকে, মাত্র ১০ শতাংশে দাঁড়িয়ে ছিল - একে সুবর্ণ সময় বলে তিনি বর্ণনা করেছেন কারণ তা দিয়েছে কম ঝুঁকি এবং উচ্চ লাভের এক নিখুঁত সংমিশ্রণ। বাজারী সাফল্যের দিকগুলো ছাড়াও, ভারতের প্রবৃদ্ধির শিকড় খুঁজতে হলে ডিজিটাল ভারতের মতো কৌশলগত উদ্যোগের দিকে নজর দিতেই হবে। যাকে চেম্বার্স দেশের অর্থনৈতিক কৌশলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে উল্লেখ করেচেন। তাঁর মতে . ' ডিজিটাল ভারত শুধু স্বপ্ন ছিল না, বাজার কোথায় যাবে তার উদ্দেশ্যে সেটি একটি সমঝোতা ছিল। ২০১৫ সালে চালু এই উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল ভারতকে ডিজিটাল ব্যবস্থায় ক্ষমতায়িত সমাজের দিকে রূপান্তরিত করা এবং এর ফলাফলও উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিল না। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার অন্যতম উল্লেখযোগ্য ফলাফল হলো ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টারফেস (ইউপিআই) দ্বারা আনা রূপান্তর যা ভারতীয়দের লেনদেনের রাস্তাকে নতুন রূপ ও পথ বের করে দিয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ইউপিআই-এ ৯২ কোটি টাকার লেনদেন হয়, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৩,১১৬ কোটি টাকায়। এই সাফল্য বস্তুতপক্ষে ইউপিআই সুবিধাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে এবং ডিজিটাল অর্থনীতি ও লেনদেন ক্ষেত্রে ভারতকে বিশ্ব মাঝে নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ইউপিআই-এর উপরন্তু, কো -উইন প্ল্যাটফর্ম কোভিড-১৯ মহামারির সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হিসাবে উদ্ভাবিত হয়, যা ভারতের টিকাকরণ অভিযানকে ডিজিটাল করার মূলভিত্তি হিসাবে কাজ করেছিল। একদিনও বন্ধ না থেকে ২২০ কোটি টিকার ডোজ দিতে সক্ষমতা দেখতে পেরেছে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহারে দেশের ক্ষমতাকে প্রদর্শিত করেছে। কো -উইন শুধুমাত্র একটিমাত্র বিশ্ব সংকটের সময় ভারতের কার্যকর সংবেদনশীলতাকেই প্রতিনিধিত্ব করে নি বরং ডিজিটাল পরিকাঠামো কীভাবে বড় মাপের স্বাস্থ্য পরিষেবার উদ্যোগকে সহায়তা করতে পারে তা করে দেখিয়েছে। এই সাফল্যগুলি একসাথে প্রদর্শন করে যে ডিজিটাল ভারত দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধির জন্য একটি ডিজিটাল সার্বিক অর্থনীতির জন্য ভিত্তি স্থাপন করেছে। এই ডিজিটাল বিপ্লবের প্রভাব অর্থ প্রদান এবং পরিচয় যাচাইয়ের বাইরেও প্রসারিত। আয়ুষ্মান ভারত কর্মসূচির আওতায় ৩৫.৬ কোটিরও বেশি আয়ুষ্মান কার্ড বন্টন করা হয়েছে যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবেন। এছাড়াও ৯ কোটিরও বেশি ফাস্ট্যাগ দেওয়া করা হয়েছে যা ২০২৩ সালে বিশ্বব্যাপী নির্মিত যানবাহনের সংখ্যার প্রায় সমান- যা দেশের মহাসড়ক জুড়ে ঝঞ্ঝাট মুক্ত ভ্রমণের সুবিধা দেবে। এই সব সাফল্য ভারতের ডিজিটাল রূপান্তরের ব্যাপকতাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেয় - যার মধ্য দিয়ে জীবনের প্রতিটি দিককে ধরা গেছে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রম-উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথ খুলে দিচ্ছে।

চেম্বারস দেশের অর্থনৈতিক উত্থানের পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে ভারতে স্টার্টআপগুলোর বিস্ফোরক বৃদ্ধির দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর মতে, "১০ থেকে ১২ বছর আগেও ভারতে স্টার্টআপের সংখ্যা খুবই কম ছিল। আর ২০১৫ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে স্টার্টআপগুলোতে বিনিয়োগ ১৫ গুণ বেড়েছে "। এই বিনিয়োগের বৃদ্ধি একটি উদ্যোগীদের জন্য একটি গতিময় পরিবেশ তৈরি করেছে। আজ ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের কেন্দ্রবিন্দু ও যেখানে ১৫১ ০০০ এরও বেশি স্টার্টআপ গড়ে উঠেছে। ২০১৬ সালে চালু হওয়া স্টার্টআপ ইন্ডিয়া উদ্যোগ এই ক্ষেত্রটিতে বিপুল প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে বিরাট ভূমিকা নিয়ে চলেছে। এখন এই স্টার্টআপ গুলো ১৫.৫ লাখের বেশি সরাসরি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। সঠিক নীতির মাধ্যমে উদ্ভাবন কিভাবে জটিল চ্যালেঞ্জগুলোও মোকাবেলা করে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে এর এক উজ্জ্বল উদাহরণ স্টার্টআপ ইন্ডিয়া উদ্যোগ।

চেম্বারস এর মন্তব্যগুলি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রটিতেও ভারত উল্লেখযোগ্য আকর্ষণভাবে অন্যদের আকর্ষণ করছে। সরকার ২০২৩ সালে "এআই ফর ইন্ডিয়া ২.০" এর মতো উদ্যোগ চালু করে এবং ২০২৪ সালে গ্লোবাল ইন্ডিয়া এআই সামিট আয়োজনের সাথে সাথে এটি স্পষ্ট করে দেয় যে ভারত বিশ্বব্যাপী মঞ্চে এআইয়ের নেতা হিসাবে নিজের অবস্থান করে নিতে প্রস্তুত হচ্ছে। চেম্বারস মন্তব্য করেছেন "ভারত এআইয়ের ভিত্তি স্থাপন করেছে এবং এটি তার কর্মশক্তির পরবর্তী প্রজন্মকে রূপ দেবে "। এই সম্মেলনে বিশ্বজুড়ে ১২ ০০০ এরও বেশি বিশেষজ্ঞ একত্রিত হয়েছিল। ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক সাফল্যের জন্য এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর প্রতিশ্রুতির উপর জোর দিয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রটিতে এই ফোকাসটি কেবল প্রযুক্তিগত অগ্রগতির বিষয়ে নয় বরং আগামী দিনের চাকরিতে দক্ষ কর্মী বাহিনী তৈরি করা সহ আরও সুস্থায়ী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার দিকেও নজর দেওয়া হয়।

তবে ভারতের অর্থনৈতিক সাফল্যের গল্প শুধু শীর্ষে বৃদ্ধির বিষয়ে নয়। চেম্বার-এর মন্তব্যগুলি এই উদ্যোগের বিস্তৃত প্রভাবকেও ধরার চেষ্টা করে। প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা (পিএমজেডিওয়াই) এর মতো স্কিম দ্বারা চালিত ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে, পূর্বের লক্ষ লক্ষ ব্যাংকহীন ব্যক্তিকে আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থায় নিয়ে এসেছে। এক দশক আগে প্রতিষ্ঠার পর থেকে পিএমজেডিওয়াই ৫৩ কোটিরও বেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেছে যা মানুষকে আর্থিক পরিষেবা পেতে এবং অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম করে তুলেছে। এই ধরনের তৃণমূল উন্নয়ন ভারতের প্রবৃদ্ধিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, সার্বিক করে তোলা এবং সমৃদ্ধির সুবিধা দেশের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে দেওয়ার পেছনে মূল চাবিকাঠি। আবাসন হল আরেকটি ক্ষেত্র যেখানে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত, বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা- আরবান (পিএমএওয়াই-ইউ)-এর আওতায় ১.১৮ কোটিরও বেশি বাড়ি নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে ৮৭.২৫ লক্ষেরও বেশি বাড়ি ইতিমধ্যেই নির্মিত ও বিতরণ করা হয়েছে। এই উচ্চাভিলাষী আবাসন উদ্যোগটি সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন সমাধানের সন্ধানি মধ্যবিত্ত পরিবারসহ লক্ষ লক্ষ পরিবারকে সুরক্ষিত ও সমস্ত আবহাওয়ার উপযোগী বাড়ি সরবরাহ করে দিয়ে তাঁদের জীবনকে রূপান্তরিত করছে। এই প্রকল্পের বাস্তব ফলাফল আরও একটি লক্ষণ যে ভারত কীভাবে দীর্ঘমেয়াদী বিকাশের ভিত্তিকে স্থাপন করছে এবং কেউ যেন পিছনে পড়ে না থাকে তা নিশ্চিত করছে , এতে তাঁদের জীবনে স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তুলছে এবং অনেকের জীবনযাত্রার মানও উন্নত করছে। চেম্বার্স যখন ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন তখন তার সুর আশাবাদী তো ছিলই কিন্তু বাস্তবতার ভিত্তির ওপর প্রোথিত ছিল। তিনি মনে করেন 'ভিত্তিটি কেবল আগামী পাঁচ বছরের জন্য নয়, আগামী ২৫ বছরের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে'। তার বিশ্বাস যে ভারত এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ চীনের অর্থনৈতিক শক্তিকে ছাড়িয়ে যাবে। তাঁর এই উক্তি কিছু মানুষের কাছে উচ্চাভিলাষী মনে হতে পারে কিন্তু গত এক দশকে দেশের অগ্রগতির চিত্র তার কথায় গুরুত্ব দেয়। ডিজিটাল প্রযুক্তির গ্রহণ, স্টার্টআপের উত্থান, সুস্থায়ী স্টক মার্কেট এর সাফল্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর দৃঢ় নজর প্রদান এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বিকাশের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভারত এমন একটি পথে রয়েছে যা আগামী বছরগুলিতে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক গতিশীলতাকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করতে পারে।

একজন বিদ্যাসাগর ছিলেন বলে .....

রাজু পারাল

বীরসিংহের সিংহশিশু। বিদ্যাসাগর। বীর। উদ্বেলিত দয়ার সাগর, বীর্য্যে সুগম্ভীর। সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়, তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।

তিনি ছিলেন বলে "বর্ণ পরিচয়" প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি ছিলেন বলে "বিদ্যাসাগর। সেতু" নির্মিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন বলে নারী শিক্ষার প্রচলন হয়েছিল। তিনি ছিলেন বলে বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক অভিশাপ দূরীভূত হয়েছিল। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় "বিদ্যাসাগর" কে ছিলেন। চটজলদি অনেকেই উত্তর দেবেন- একজন সমাজ সংস্কারক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বাংলার নবজাগরণ কালের পুরোধা ব্যক্তি, করুণার সাগর... ইত্যাদি ইত্যাদি। জেনে রাখা ভালো, "বিদ্যাসাগর" কোনও ব্যক্তি নন, ওটা তাঁর উপাধি। যা তিনি সংস্কৃত কলেজ থেকে ১৮৩৯ সালে লাভ করেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য। মানুষটির প্রকৃত নাম "ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়"। তথ্যে মেলে, নিজের পদবীকে তিনি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্তে "শন্মা" লিখতেন অর্থাৎ "ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা"।

কে এই "ঈশ্বরচন্দ্র"? দু'শো বছর পার হয়ে'ও যাকে নিয়ে এত মাতামাতি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথায়, "... তাঁহার মহৎ চরিত্রের যে অক্ষয়বট তিনি বঙ্গভূমিতে রোপন করিয়া গিয়াছেন তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙ্গালী জাতির তীর্থস্থান হইয়াছে।" তবে ক্ষণজন্মা এই মহাপুরুষটিকে মধু কবি মাইকেল মধুসুদন বোধহয় যে উপাচরটি দিয়েছিলেন তাও বেশ গ্রহণযোগ্য "প্রাচীন ঋষির প্রজ্ঞা, ইংরেজের কর্মোদ্যম ও বাঙালি মায়ের হৃদয় বৃত্তি।" নবজাগরণের পুরোধা ঈশ্বরচন্দ্র জন্ম নেন মেদনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। সেজন্য কেউ কেউ তাঁকে বীরসিংহের "সিংহ শিশু" বলেও অভিহিত করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর চরিত্রের মূল। উপাদানগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা ভগবতীদেবীর কাছ থেকে স্পষ্টবাদীতা, দৃঢ়তা, ন্যায়পরায়ণতা, অধ্যাবসায়, শ্রমশীলতা ও নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণগুলি অর্জন করেছিলেন। আর তাতেই তিনি হয়ে ওঠেন প্রাতঃ স্মরণীয়। কাশীতে জনসমক্ষে বাবা-মা'র কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "এঁরাই আমার বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা"। পিতা-মাতার প্রতি তাঁর ভক্তিশ্রদ্ধা আজকালকার ছেলে-মেয়েদেরও লজ্জা দেবে। মা ভগবতী দেবী ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের প্রেরণাস্বরূপ। মায়ের কথাই ছিল তাঁর কাছে শেষ কথা। তাই মায়ের ডাকেই এক ঝড় জলের রাত্রে উত্তাল হওয়া দামোদর নদী সাঁতরে পার হন। মায়ের গায়ে ছেঁড়া চাদর দেখে ঈশ্বরের মনে আঘাত লাগে। ততক্ষণাৎ কলকাতা থেকে কয়েকটা গরম জামাকাপড় কিনে গ্রামের বাড়িতে পাঠান। তাতেও ভগবতী দেবী খুশি নন। তিনি আরও জামা- -কাপড় পাঠাতে বলেন ছেলেকে। কৌতূহলী ঈশ্বরচন্দ্র জেনেছিলেন তাঁর মা গ্রামের গরিব ছেলেমেয়েদের দান করে দিয়েছেন সেগুলি। অশ্রুতে ভিজে যায় তাঁর দু-চোখের পাতা। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন,"বিদ্যাসাগরের হৃদয় ছিল একদিকে কুসুমের মতো কোমল, অন্যদিকে ব্রজের মতো কঠোর। ... তিনি যে সামর্থ ও আত্মনির্ভর শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সাধারণ বাঙালি চরিত্রে তাহার তুলনা মিলে না।"

ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্র জীবনের কথা উঠলে বলতেই হয় সেই সময়কার তাঁর কঠোর তপস্যার কথা। তাঁর ছাত্রজীবন সর্বকালের, না সব দেশের। সকল ছাত্রের আদর্শের বস্তু। যে দারিদ্রতার মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর ছাত্র জীবন অতিবাহিত করেছিলেন তা সত্যই বিস্ময়কর। মাত্র নয় বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজে শুরু হয় তাঁর দোদীপ্যমান ছাত্রজীবন। এই কলেজের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সংস্কৃত সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্রের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন। বারো ৎ বছরের ছেলের মুখে সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল ড় কথাবার্তা শুনে অবাক হোতেন কলেজের অন্যান্য অধ্যাপকরাও। অনুবাদেও ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন বিশেষ দক্ষ। তাঁর সংস্কৃত থেকে লী বাংলা বা বাংলা থেকে সংস্কৃতে অনুবাদ অন্য ছাত্রের ঈর্ষার কারণ ছিল। হাতের লেখার ন। জন্যও প্রতি বছর তিনি পুরস্কার পেতেন।

সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃতবিদ্যার অনুশীলনে সে সময়কালে ঈশ্বরচন্দ্রের সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। সাহিত্য, দর্শন, অলঙ্কার, পুরাণ, স্মৃতি-সকল বিষয়েই তিনি অসামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। ফলস্বরূপ সংস্কৃত কলেজ থেকেই তিনি "বিদ্যাসাগর" উপাধি পান। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২১ বছর।

সংস্কৃত কলেজে পড়বার আগে থেকেই তিনি "বিদ্যার আকর" হয়ে ওঠেন। বইয়ের প্রতি তাঁর ভালোবাসায় পিতা ঠাকুরদাস তাঁকে অনুমতি দেন কলকাতায় বাড়ি কিনতে। ১২৮৩ বঙ্গাব্দে কলকাতার বাদুড়বাগানে তিনি নতুন বাড়ি কিনে এক অভিনব "লাইব্রেরী" গড়ে ও তোলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের সেই লাইব্রেরির কথা পরবর্তীকালে শশিভূষণ বসু নামে এক ব্যক্তি লিখেছিলেন, আমি কাচে আবৃত শেলফের পুস্তকগুলির প্রতি বার বার তাকাইতে লাগিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,"এস বই দেখাই", এই বলিয়া এক একটি শেলফখুলিয়া বই দেখাইতে লাগিলেন। ইতহাস, সাহিত্য, দর্শন সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি বিশেষ বিশেষ বিভাগে সজ্জিত করা হইয়াছে। ... সমস্ত পুস্তক একই রকমের বাঁধান। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, বিলাতের পুস্তক- বিক্রেতাদের নিকট এইরূপ বলা আছে যে, নূতন ভাল পুস্তক বাহির হইলে, তাহারা এই রূপে বাঁধাই করিয়া, আমার এখানে পাঠাইবেন। দেখিলাম, আরভিঙের স্কেচ বুক, এই সামান্য দরের পুস্তকখানিও অন্যান্য দামী পুস্তকের মত বাঁধান হইয়াছে। বইখানি কিনিতে যে খরচ পড়িয়াছে তাহা অপেক্ষা বাঁধাইয়ের মূল্য অধিক। এই সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থরাজির মধ্যে বসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার সময় যাপন করিতেন। এত বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের পাশ্চাত্য, সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনের প্রতি কি প্রবল অনুরাগই তাঁহার প্রকাণ্ড লাইব্রেরি প্রকাশ করিতেছে, তখন এই কথাই মনে আসিতে লাগিল। বইগুলি তাঁহার এতই অনুরাগের ও ভালবাসার সামগ্রী ছিল যে, কোন ব্যক্তি ওই লাইব্রেরির বই পড়িতে চাহিলে তিনি তাহা কখনই দিতেন না; এই কথা বলিতেন, উহা দিলে তাঁহার প্রাণে লাগে। উহা না-দিয়া তিনি সে পুস্তক একখানি কিনিয়া দিতেও প্রস্তুত হইতেন। উল্লেখ্য, ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর পরম লাইব্রেরী টি লালগোলার রাজার কাছে, বন্ধক ছিল। যা তিনি পরে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ"কে দান করেন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যায়নের শেষে ঈশ্বরচন্দ্রের কর্মজীবন শুরু হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে। কারণ ঐ কলেজের সেক্রেটারি মাশাল সাহেব ঈশ্বরচন্দ্রের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে ওয়াকিবহল ছিলেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে "পঞ্চাশ" টাকা বেতনে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করেন। বিদেশ থেকে আসা সাহেবদের বাংলা-হিন্দি, উর্দু ও ফারসি পড়াতেন ঈশ্বরচন্দ্র। পরে (১৮৪৬), সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি বাবু রসময় দত্তের অনুরোধে ঈশ্বরচন্দ্র যোগ দিলেন ঐ কলেজে। সংস্কৃত কলেজে যোগ দিয়ে বেশ কিছু সংস্কার করেন ঈশ্বরচন্দ্র। কারণ কেবল চাকরি করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল দেশের মানুষের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করা। এ নিয়ে রসময় দত্তের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হলে তিনি ১৮৪৭ সালে চাকরিতে ইস্তফা দেন। রসময় দত্ত সে সময়ে কিছু লোকের কাছে বলেছিলেন- "চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিদ্যাসাগর খাবে কী?" কথাটি কানে এলে বিদ্যাসগর বলেছিলেন,- "দত্তমশাইকে বোলো, বিদ্যাসাগর আলু- পটল বেচবে, মুদির দোকান করে খাবে, কিন্তু যে চাকরিতে সম্মান নেই, সে চাকরি করবে না।" এমনই বিরল আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী ছিলেন বিদ্যাসাগর। আর একটি ঘটনায় স্পষ্ট হয় তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ। ১৮৭৪ সালে দু'জন যুবকের সঙ্গে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির যাদুঘর দেখতে যান। সঙ্গে যাওয়া যুবক দুটির পরনে ছিল কোট- প্যান্ট- বুট। কিন্তু বিদ্যাসাগরের পরনে ধুতি- সাধারণ চাদর আর পায়ে তালতলার চটি। সঙ্গী দু'জনকে ভেতরে যেতে দিলেও দারোয়ান বিদ্যাসাগরকে চটি খুলে ঢুকতে বলায় তিনি চূড়ান্ত অপমানিত হন। এই খবর সোসাইটির সম্পাদক প্রতাপচন্দ্রের কানে পৌঁছলে তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে ক্ষমা চেয়ে ভেতরে আসতে বলেন। বিদ্যাসাগর যাননি। তিনি বলেন,"যেদিন সকলের জন্য এক নিয়ম চালু হবে সেদিনই ভিতরে যাব।" পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী"কে একবার বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, "ভারতবর্ষে এমন কোন রাজা নাই, যাহার নাকে এই চটিজুতা শুদ্ধ পা' খানা তুলিয়া টককরিয়া লাথি মারিতে না পারি।" আর বিদ্যাসাগরের জীবদশায় শিবনাথ শাস্ত্রী লিখলেন- 'তিনি (বিদ্যাসাগর) কখনও আত্মমর্যাদা ভুলেন নাই, কখনও সামান্য স্বার্থের অনুরোধে অপমান সহ্য করেন নাই। ধনী বা পদস্থ লোকের তোষামোদ করা তাঁহাকে নির্মাণ করিয়াছেন, তিনি ভাঙ্গিবেন, তবু নত হইবেন না। ইহাকেই ত বলে মানুষ। নতুবা ধনীর দ্বারে তোষামোদ দ্বারা জীবন ধারন করা ত শৃগাল কুকুরের কাজ।'

আজ যখন পরিস্থিতির চাপের অজুহাতে অন্যায়ের সঙ্গে আপস করাটা বাস্তব বলে চালানো হচ্ছে, ব্যক্তিগত লাভ কিংবা একটু স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ক্ষমতাবানদের কাছে আত্মবিসর্জন দেওয়াটা স্বাভাবিক হচ্ছে। সে সময়ে বিদ্যাসাগরের চরিত্র আমাদের সামনে এক সুমহান এবং অমূল্য শিক্ষা দান করে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

এখনও পর্যন্ত ৬৪ শতাংশ বৈদ্যুতিকীকরণ অর্জন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ২২ অক্টোবর, ২০২৪: বিশ্বের বৃহত্তম 'গ্রিন রেলওয়ে' হয়ে ওঠার জন্য মিশন মোডে এগিয়ে চলেছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে।

মোট শূন্য কার্বন নির্গত অর্জন এবং ১০০ শতাংশ বৈদ্যুতিকীকরণ অর্জনের লক্ষ্য হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার জোনের মধ্যে আন-ইলেক্ট্রিফাইড ব্রড গজ রুটের সমস্ত বৈদ্যুতিকীকরণ কাজের গতি বৃদ্ধি করে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। এখনও পর্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২৭০৮.৫২ আরকেএম (রুট কিলোমিটার) বৈদ্যুতিকীকরণ অর্জন করেছে, যা এই নেটওয়ার্কের ৪২৬০.৫২ আরকেএম-এর ৬৪.০০ শতাংশ। আটটি উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে এখনও পর্যন্ত ১৫২৪.৭১ আরকেএম বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

উত্তর পূর্বাঞ্চলে মোট বৈদ্যুতিকীকরণ রুটের মধ্যে অসমে ১৩৫৩.২৩১ আরকেএম, মণিপুরে ২.৮১ আরকেএম, মেঘালয়ে ৯.৫৮ আরকেএম, নাগাল্যান্ডে ৬.০০ আরকেএম এবং ত্রিপুরায় ১৫১.৫৯ আরকেএম ইতিমধ্যে বৈদ্যুতিকীকরণ হয়ে গেছে। এছাড়াও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের অধীনে ইতিমধ্যে বিহারে ৩১৮.৮৬৯ আরকেএম এবং পশ্চিমবঙ্গে ৮৬৪.৯৪ আরকেএম বৈদ্যুতিকীকরণ সম্পন্ন হয়েছে।

সমগ্র জোনের বিভিন্ন সেকশনে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কনস্ট্রাকশন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (ইরকন), রেল ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক সার্ভিস (রাইটস) এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে/ কনস্ট্রাকশন দ্বারা বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ পর্যায় ক্রমিকভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে। বৈদ্যুতিকীকরণের ফলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মধ্যে ট্রেন চলাচলের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে ও উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে রেল নেটওয়ার্ক শক্তিশালী হবে এবং পরিবহণের একটি পরিবেশ অনুকূল, দ্রুত, শক্তি সাশ্রয়ী পদ্ধতি প্রদান করবে। দূষণ হ্রাস হওয়ার পাশাপাশি অতিরিক্তভাবে আমদানিকৃত ক্রুড অয়েলের উপর নির্ভরশীলতাও হ্রাস করবে, যার ফলে মূল্যবান বিদেশি মুদ্রা সঞ্চয় হবে। এর ফলে বাধাহীনভাবে পরিবহনের সুবিধা হওয়ার পাশাপাশি ট্রেনের গড় গতিও বৃদ্ধি পাবে, ফলে ট্র্যাকশন পরিবর্তন ক্ষেত্রে ট্রেন চলাচলের সময়ানুবর্তিতার সমস্যাও দূর হবে।

কলকাতায় দানার মোকাবিলায় শুরু হয়ে গেল পুর-প্রস্তুতি

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.): দানার অজানা আশঙ্কায় মঙ্গলবার থেকে কলকাতা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়ে গেল পুর-প্রস্তুতি। ঘূর্ণিঝড় 'দানা'র দাপটে বৃহস্পতি এবং শুক্রবার দু'দিনই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতায়। তাই এ ক্ষেত্রে কোনও ঝুঁকি না নিয়ে পুর আধিকারিকদের তৈরি থাকার নির্দেশ দিয়েছেন পুর কমিশনার। ঘূর্ণিঝড়ের আভাস পাওয়ার পরেই পুরসভার শীর্ষ আধিকারিকদের যাবতীয় প্রস্তুতি সেরে রাখতে বলেছেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমও।বাতিস্তম্ভগুলির হাল খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়েছে। যাতে কোথাও বিদ্যুতের তার বেরিয়ে না থাকে। আর্থিং সব জায়গায় আছে কি না, সেই বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কারণ, দুর্যোগের আবহে শহরে যাতে তড়িদাহত হয়ে প্রাণহানির ঘটনা না ঘটে, তার জন্যই এই পদক্ষেপ। কোথাও গাছ পড়লে দ্রুত তা সরানোর ব্যবস্থা করার বন্দোবস্ত হচ্ছে বলেই জানিয়েছে পুরসভার একটি সূত্র।

প্রতিটি বোরো অফিসে থাকবে বিশেষ প্রতিনিধি দল। কোনও প্রয়োজন হলেই যাতে পুরসভার প্রতিনিধি পাঠিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায়, সে বিষয়ে তৈরি থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভারী বৃষ্টিপাত হলে শহরের নানা প্রান্তে জল জমতে পারে। সেই আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে নিকাশি বিভাগকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকবে পুরসভার কন্ট্রোল রুম।সব রকম প্রস্তুতি রাখা হয়েছে পাম্পিং স্টেশনগুলিতে। পুর এলাকার ৭৯টি নিকাশি পাম্পিং স্টেশন মিলিয়ে মোট ৪৫০টি পাম্প রয়েছে।সব পাম্পই ওই দুই দিন চালু রাখা হবে। সেই সঙ্গে থাকবে অস্থায়ী পাম্পও।

ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ভেঙে পড়া গাছ সরাতে হাইড্রলিক ল্যাডার, ক্রেন, পে লোডার, ডাম্পারের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। গাড়ি চলাচলের রাস্তা যাতে গাছ পড়ে দীর্ঘ ক্ষণ বন্ধ না থাকে, সে বিষয়ে বাড়তি নজর দিতে বলা হয়েছে অফিসারদের। এ বিষয়ে কলকাতা পুলিশের সাহায্য চাওয়া হতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।আরও একটি বিষয় ভাবাচ্ছে কলকাতা পুরসভাকে। আগামী সপ্তাহে কালীপুজো এবং দীপাবলি উৎসব। সেই কারণে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে মণ্ডপসজ্জার সঙ্গে আলোকসজ্জাও করা হয়েছে। কিন্তু ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে সে সব লন্ডভন্ড হয়ে গেলে তা ঠিক করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হতে পারে কলকাতা পুরসভাকে। কারণ, দুর্যোগের দাপট কেমন হবে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়, তাই আগাম সতর্কতা হিসাবে একাধিক পদক্ষেপ নিয়ে রাখছেন পুরসভা কর্তৃপক্ষ। এ ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের নির্দেশিকার ওপরেও নজর থাকবে পুরসভার শীর্ষকর্তাদের।

অমরাবতী ড্রোন সামিট-২০২৪-এর সূচনা, উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী নাইডু

বিজওয়াড়া, ২২ অক্টোবর (হি.স.): অন্ধ্র প্রদেশের বিজওয়াড়ায় দু''দিনব্যাপী অমরাবতী ড্রোন সামিট-২০২৪-এর সূচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু এবং কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী কে রামমোহন নাইডু উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন। অন্ধ্রপ্রদেশ ড্রোন কর্পোরেশন আয়োজিত এই সামিটে এক হাজারেরও বেশি প্রতিনিধি এবং প্রদর্শক অংশ নেবেন। অসামরিক বিমান পরিবহণ, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র, কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি, রিসার্চ স্কলার এবং শিল্পোদ্যোগীরা একত্রিত হবেন এখানে। ড্রোন তৈরিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, এই সংক্রান্ত প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার জন্য মঞ্চ তৈরি, ইনোভেশন হাবের মাধ্যমেড্রোন ইকো-সিস্টেম গড়ে তোলার কৌশল নির্মানই এই সম্মেলনের লক্ষ্য। বিজয়ওয়াড়ার কৃষ্ণা নদীর তীরে পাঁচ হাজারেরও বেশি ড্রোন বৃহত্তম প্রদর্শনীতে অংশ নেবে। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু বলেছেন, 'আমরা এখানে ধারণার প্রমাণ তৈরি করব। একটি হল সাশ্রয়ী সমাধান এবং সাশ্রয়ী মূল্যের। একবার যদি আমরা এটিকে বড় করি তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে খরচ কমে যাবে।

অন্ডালে খনি আবাসনে উদ্ধার খনি কর্মীর মৃতদেহ

দুর্গাপুর, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : খনি আবাসনে উদ্ধার হল খনি কর্মীর মৃতদেহ। মঙ্গলবার ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারি এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম কৃষ্ণ মাঝি (৪১)। মৃতের মেয়ে শিখা মাঝি জানান, খনি আবাসনে বাবা ও মা থাকতেন। বাবা অসুস্থ ছিলেন চিকিৎসা চলছিল। কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধ আনতে মাকে আসানসোলের চাঁদা শ্রীপল্লীর বাড়িতে পাঠান বাবা। মা বাড়ি যাওয়ায় আবাসনে একাই ছিলেন বাবা। মঙ্গলবার সকালে আবাসনের এক প্রতিবেশী ফোন করে মাকে ঘটনার কথা জানান। খবর পেয়ে তারা এসে দেখেন গলায় ফাঁস লাগা বাবার দেহটি ঝুলছে। ডিউটিতে যে বেল্ট পরে কৃষ্ণ বাবু কাজে যেতেন, সেই বেল্টটি তার গলায় জড়ানো ছিল।' এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অন্ডাল থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আবাস যোজনা দুর্নীতি ঠেকাতে বিডিওর জরুরি তৎপরতা, কুলতলিতে বাড়ি বাড়ি যাচাই শুরু

কুলতলী, ২২ অক্টোবর(হি.স.): বাংলা আবাস যোজনার উপভোক্তা যাচাইয়ের কাজকে স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত রাখতে মঙ্গলবার সাত সকালে কুলতলির বিডিও সুচন্দন বৈদ্য অধিকারীদের নিয়ে বিভিন্ন বাড়িতে যাচাই অভিযানে নামেন। সোমবার জরুরি বৈঠকে তিনি সংশ্লিষ্ট ব্লকের আধিকারিকদের নিয়ে আবাসন যোজনার কাজে স্বচ্ছতা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলী ব্লকের নয়টি অঞ্চলে প্রায় ২১ হাজারের অধিক উপভোক্তা যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। বিডিও নিজে ফিসারিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে উপভোক্তাদের তথ্য যাচাই করে দেখছেন। জেলার সেরা ব্লকের মর্যাদা ধরে রাখতে এবং দুর্নীতি মুক্ত কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এই তৎপরতা শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার বিডিও সুচন্দন বৈদ্য জানান, আবাস যোজনার প্রতিটি উপভোক্তার সঠিক তথ্য যাচাই করার মাধ্যমে তারা প্রকল্পের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর।

মিশন শক্তির অধীনে বরুয়ালা হাইস্কুলে নারী সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত

করিমগঞ্জ (অসম) ২২ অক্টোবর (হি.স.) : করিমগঞ্জের নারী ও শিশু উন্নয়ন বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ১০০ দিবসীয় কার্যসূচি মিশন শক্তির অধীনে সপ্তাহ ব্যাপী সচেতনতা অভিযানের অঙ্গ হিসেবে বরুয়ালা হাইস্কুলে এক সচেতনতা কার্যসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহিলাদের নিরাপত্তা, নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন জোরদার করার লক্ষ্যে সোমবার ওই স্কুলের ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপস্থিতিতে এই সচেতনতা কার্যসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এতে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বরুয়ালা হাইস্কুলের অধ্যক্ষ প্রবি ভৌমিক, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন থেকে রুহুল মজুমদার ও আইসিডিএস সুপারভাইজার অঞ্জনা রায় অংশ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি অফিসিয়াল সদস্য ডিস্ট্রিক্ট হাব ফর উইমেন এমপাওয়ারমেন্টের লিঙ্গ বিশেষজ্ঞ আজার আহমেদ ও অভিমন্যু সরকার এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা উপস্থিত ছিলেন। ওই সচেতনতা কার্যক্রমে অধ্যক্ষ প্রবি ভৌমিক সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান এবং সচেতনতা শিবির আয়োজনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।এতে লিঙ্গ বিশেষজ্ঞ আজার আহমেদ এবং অভিমন্যু সরকার মিশন শক্তির দুটি মূল উপাদান সম্বল এবং সামর্থ্য ব্যাখ্যা করেন।

মিশন শক্তি উপাদানগুলি এবং কীভাবে কেউ সুবিধাগুলি পেতে পারে এবং মহিলাদের সুরক্ষা, সুরক্ষা এবং ক্ষমতায়নের জন্য কী কী পদক্ষেপ এবং ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা ব্যাখ্যা করেন। এতে ওয়ান স্টপ সেন্টার, শক্তি সাধনা, শক্তি নিবাস, ১৮১, ১০৯৮ টোল ফ্রি নম্বরের ব্যবহার বুঝানো হয়। অনুষ্ঠানে রুহুল মজুমদার নারী স্বাস্থ্য বিষয়গুলি দক্ষতার সাথে ব্যাখ্যা করেন।তিনি স্বাস্থ্য কীভাবে নিজের জীবন প্রক্রিয়ার একটি মূল উপাদান এবং কীভাবে এটি আমাদের বৃদ্ধি এবং সামাজিক বিকাশের উপর প্রভাব ফেলে যেমন ঋতুস্রাব, গর্ভাবস্থা এবং প্রসবোত্তর মা এর মতো মহিলাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলি তথা মানসিক আঘাত থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেন। এতে প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা, আয়ুষ্মান কার্ড, মহিলা বান্ধব স্বাস্থ্য ক্লিনিক এবং এর কার্যকারিতার মতো সরকার থেকে কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা হয়।

মালদায় বোমা বিস্ফোরণ, গুরুতর আহত ৬ বছরের শিশু

মালদা, ২২ অক্টোবর(হি.স.): মালদা শহরের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ডগপুকুর এলাকায় বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হয়েছে ৬ বছরের শিশু বান্টি কুমার মাহাতো।মঙ্গলবার সকালে, একটি বাড়ির বারান্দায় খেলার সময় শিশুটি ভুলবশত বোমা বল ভেবে নিয়ে খেলতে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটে। স্থানীয়রা তৎক্ষণাৎ তাকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। এই ঘটনার পর ডগপুকুর এলাকায় ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, রেললাইনের পাশে রেলের জমিতে গড়ে ওঠা বসতিতে বিস্ফোরণটি ঘটে। পুলিশ ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, বিস্ফোরণক কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে। বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুরি অভিযোগ করেছেন যে শাসকদলের মদতে এখন গ্রামে নয়, শহরে মজুদ করা হচ্ছে বোমা, যা থেকে এই বিস্ফোরণ ঘটেছে।

অন্যদিকে, ইংরেজবাজার পৌরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সুজিত সাহা এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

রাহুলের আসনে প্রিয়াঙ্কা, ২৩ অক্টোবর ওয়ানাড আসনে মনোনয়ন জমা দেবেন কংগ্রেস নেত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর (হি.স.): কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভডরা বুধবার, ২৩ অক্টোবর কেরলের ওয়ানাড সংসদীয় আসনে মনোনয়ন জমা দেবেন। ওয়ানাড সংসদীয় আসনের উপনির্বাচনে বুধবার মনোনয়ন পেশ করবেন প্রিয়াঙ্কা। মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় উপস্থিত থাকবেন কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী।উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনে দু''টি আসনে জয়লাভ করেন রাহুল গান্ধী।একটি উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলি এবং অপরটি কেরলের ওয়ানাড।

CLAIMANT NOTICE

Following articles (vehicle) were seized by the Forest Department, Sadar Forest Sub Division. Under sec -2 under section 52 (A) Indian Forest Act 1927 and rules made there under.

SL. No.	Name of Article	Registration No.	Engine No. & Chassis No.	Date & Time of seizure	By Whom
01.	TATA INTRA	TR-01-AP-1909	Engine No:- Nil & Chassis No: - Nil	27.08.2024 at 05:42 pm	Sri Pradip Kr. Sarkar, Fr. A/O FPU Sadar

Therefore, in exercise of power under Indian Forest Act it is contemplated to confiscate the said vehicle for its use in commission of forest offence. Therefore it is once again brought to the notice of legal owner of above mentioned seized articles to prefer his/her/their claim to the Authorized Officer (Sub Divisional Forest Officer Sadar Sub Division, Agartala.) within 25 (twenty five) days from the date of issue of the notice alongwith legal relevant documents supporting ownership, failing which the decision regarding the confiscation of all the article seized shall be taken ex-parte.

Issued under my seal and signature of this day on..

ICA/D/1123/24

(T.K.Debbarma, TFS)
Sub Divisional Forest Officer Sadar Sub Division, Agartala

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (SNIQ)

Sealed Quotations are invited for "Supply of NVD Packet". The Quotation form will be available from the Office of the undersigned up to 25-10-2024 (11:30 am to 4:00 pm).

ICA/C/2117/2

Medical Superintendent IGM Hospital, Agartala

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION, AGARTALA: TRIPURA

Notice inviting e-tender

PNIe-T- No. 09/EE/DIV-I/AMC/2024-25 Dated 21-10-2024

The Executive Engineer, PW DIV-I, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC, invites online percentage rate bids, on open bidding format for following work (S):

Sl No.	DNIeT No	Estimated Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	D.N.I.E.T No. 20/EE/DIV-I/ AMC/2024-25	Rs. 1,44,29,229	Rs. 2,88,585	120(One hundred Twenty) Days

1. Last date and time for document downloading/bidding: 04/11/2024 at 14.00 Hrs /15.00 hrs.
2. Time and date of opening of bid : 04/11/2024 at 16.00 Hrs (If Possible)
3. Bid forms and other details can obtained from website https://tripuratenders.gov.in

(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer
PW Division-I,
Agartala Municipal Corportation.

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER,
CITY CENTRE COMPLEX, AGARTALA, PHONE:0381-2325646,2325507
E-mail:amc-tripura@nic.in,amc.tripura@gmail.com
F.No-212/TOUJI/AMC/CZ/2024/5563-5567 Dated: 19/2024

Press Notice Inviting Quotation

AMC invites e-Auction from reputed and experienced company/firm/agency/contractor for following:

Sl No.	Name of the Auction	e-Auction Publish date	e-Auction Start date	e-Auction end date	Document Submission start date	Document Submission end date	Approval Start date	Approval end date	Lease bidding start value	Auction Fees	Incremental Value	EMD	Details are available
1	Lease out of 276.86 sq ft of Cacant space at southernside of Kalimata Shop	21/10/2024 At 17.00 Hrs	04/11/2024 At 11.00 Hrs	05/11/2024 At 17.00 Hrs	22/10/2024 At 19.00 Hrs	24/10/2024 At 17.00 Hrs	25/10/2024 At 11.00 Hrs	03/11/2024 At 11.00 Hrs	Rs. 10,00,000.00	NIL	Rs. 10,000.00	Rs. 0.1 Lakh	https://eauction.gov.in/ www.agartalacity.tripura.gov.in

Auction will be held online only through https://eauction.gov.in

Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER(PNIET) NO: SP(Commn)/PNIT/01/2024-25.

SP(Communication), Agartala, Tripura West invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/ Railway/Other State PWD on 23/10/2024 at 09:00 am for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	MAINTENANCE OF TELIAMURA COMMUNICATION OFFICE BUILDING BY PROVIDING WOODWORK, PLASTERING DOORS, WINDOWS, CEILING PRE-PAINTED GALVALUME SHEETS ROOFTING ETC INCLUDING PAINTING INSIDE AND OUTSIDE AT THE PREMISES OF TELIAMURA POLICE COMMUNICATION STATION UNDER SP(COMMUNICATION) ,AGARTALA.	Rs .6,09,960 /-	Rs.12,199/-	90 (Ninety) days	On 06/11/ 2024 at 05:00 pm	07 /11/2024 at 12:30 pm	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

ICA/C/2115/24

SUPDT. OF POLICE COMMUNICATION)
TRIPURA, AGARTALA

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER
Dated, Udaipur the 21 110/2024

On behalf of the Udaipur Municipal Council, the undersigned hereby invites the sealed percentage rate tender in prescribed format, from the Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Contractors / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 31.10.2024 and the time & date of opening of tender at 4.00 A.M on 31.10.2024 if possible for, the, following works. If any bidders are interested, he/she may downloading and bidding from https://tripuratenders.gov.in at cost of Tender form Rs. 1000/- only. Other necessary details can be seen in the office hours of the undersigned.

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	
1	Construction Of paver block road and drain including slab near house of Dashami Roy Saha under Ward No. 02, UMC/UDP/2023-24, Total Length=69.80 m. (53/DNIT/UMC/UDP/2024-25)	Rs. 5,05,009.00	Rs. 10,100.00	03 (Three) Months	ONLINE
2	Construction of C.C Road including drain (some portion) in various spots: a) from National Highway to Manaranjan Debnath to Dilip Karmakar, Ward no 21 UMC/UDP, 2023-24. Total Lenght=96.50m. (48/DNIT/UMC/UDP/2024-25)	Rs. 5,01,529.00	Rs. 10,031.00	03 (Three) Months	
3	Re-Construction Of masonry drain from house of Swapan Saha to house of Sunil Sarkar under Ward No. 09, UMC/UDP/2023-24, Total Length=78.70 m. (54/DNIT/UMC/UDP/2024-25)	Rs. 2,93,041.00	Rs. 5,861.00	02 (Two) Months	OFFLINE
4	Construction Of drain & road near house of Gobinda Saha Undra Ward no 6, UMC/UDP/ 2023-24, T/L= 67.75 M. (41/DNIT/UMC/UDP/2024-25)	Rs. 3,45,898.00	Rs. 6,918.00	03 (Three) Months	
5	Mainteinance of Pucca drain from the house of Saruj Miah to Abbach Ali, W/No-03 UMC, 2023-24, Total Length = 58.00M. (39/DNIT/UMC/UDP/2024-25)	Rs. 1,61,498.00	Rs. 3,230.00	03 (Three) Months	
6	Construction of C.C Slab near house of Taposh Datta undra Ward no-12,UMC/UDP/2022-23/T/L=85.50M. (43/DNIT/UMC/UDP/2024-25)	Rs. 88,780.00	Rs. 1,776.00	02 (Two) Months	
7	Construction Of drain from house of Ajoy Saha to house of Tapas Datta under Ward no-12,UMC/UDP/2023-24, T/L=84.50M. (44/DNIT/UMC/UDP/2024-25)	Rs. 3,59,333.00	Rs. 7,187.00	03 (Three) Months	
8	Re-Construction Of masonry drain near house of Umesh Das under Ward No. 12, UMC/UDP/2023-24, Total Length=31.50 m. (51/DNIT/UMC/UDP/2024-25)	Rs. 1,90,642.00	Rs. 3,813.00	03 (Three) Months	

ICA/C/2108/24

Chief Executive Officer Udaipur Municipal Council Udaipur, Gomati District,Tripura.

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ভারতীয় রান্নার স্বাদ বদলাবে বিদেশি মশলা

ভারতের মশলার গুণ ও খ্যাতি বিশ্বজোড়া। পাঁচফোড়ন থেকে গরমমশলা, এক এক রকম মশলার এক এক রকম স্বাদ। ফোড়নের গুণেই বদলে যায় খাবারের স্বাদ। যেমন, পাঁচফোড়ন দিয়ে কুমড়োর তরকারি রাঁধলে এক রকম স্বাদ হবে, আবার কারিপাতা-সর্ষে ফোড়নে বদলে যাবে খাবারের স্বাদ-গন্ধ।

ভারতের বিভিন্ন মশলা দিয়ে রান্না খাবার একঘেয়ে হয়ে গেলে বেছে নিতে পারেন, ইটালির খাবারে ব্যবহৃত নানা ধরনের ভেষজ ও মশলা।

অরিগ্যানো- পাস্তা হোক বা পিৎজা, সামান্য অরিগ্যানো ছড়িয়ে দিলেই গন্ধ বদলে যায়। এই ধরনের পদে অরিগ্যানোর ব্যবহার স্বাভাবিক। তবে পনিরের নানা পদ বা মুরগির মাংস, রান্না নামানোর আগে কসৌরি মেথি বা গরমমশলা দেওয়ার চল রয়েছে ভারতে। তার বদলে অরিগ্যানো মিশিয়ে দিলে, স্বাদ-গন্ধ একেবারেই বদলে যাবে।

রোজমেরি-রোজমেরির গন্ধ রান্নার স্বাদ-গন্ধ একেবারেই বদলে দিতে পারে। ভারতে যে কোনও পোলাও রান্নার সময় বিভিন্ন ধরনের গরমমশলা ব্যবহার করা হয়। যেমন লবঙ্গ, দারচিনি, এলাচ চাল সেদ্ধ করার সময় জলে ফেলে দেওয়া হলে মশলার গুণ ও গন্ধ তাতে মিশে যায়। ভারতীয় মশলার বদলে ফুটন্ত জলে রোজমেরি ফেলে দিলে অন্য রকম গন্ধ যোগ হবে। সেই চাল দিয়ে বানাতে পারেন পোলাও।

থাইম- থাইম একধরনের গাছড়া। এর পাতা রান্নায় ব্যবহার করা হয়। স্যুপ, সস স্টু-সহ বিভিন্ন ইটালিয়ান খাবারে থাইম ব্যবহার হয়। থাইমের গন্ধ ও গুণ মিশে যায় সেই রান্নায়। ভারতে রকমারি স্যুপে গোলমরিচ ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। তবে স্বাদ বদলে এই থাইম দিয়েও স্যুপ থেকে মুরগি বা পাঁঠার মাংসের স্টু রেঁধে নিতে পারেন। খানিক স্বাদ ও গন্ধ বদল হবে।

বেসিল (তুলসীপাতা)- শুধু ইটালির খাবার নয়, বহু দেশেই নানা পদে গন্ধ আনতে বেসিল বা এ দেশের একান্ত চেনা ভেষজ তুলসীপাতা ব্যবহার করা হয়। এর গুণ নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। বেসিলে মিষ্টি স্বাদ আসে। ভারতে পুদিনা ও ধনেপাতা দিয়ে সবুজ চাটনি তৈরি করা হয়। স্বাদ বদলে ধনেপাতা ও পুদিনার বদলে বেসিল ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ছাড়া, কোনও সব্জি হালকা ভেজে নেওয়ার সময় বেসিল যোগ করলে ভিন্ন স্বাদ আসবে।

মশলা কেনার সময় যাচাই করে নিন কয়েকটি বিষয়

রান্নায় মশলার ব্যবহার কম করেন অনেকেই। তাই বলে মশলা কেনা তো বন্ধ করা যায় না। মাসকাবারি ফর্দে তাই একেবারে উপরের দিকে থাকে মশলার নাম। পছন্দসই সংস্থার মশলা ঘরে এনে তুললেই হবে না। মশলা কেনারও আছে নানা কৌশল। না হলে ঠকে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। মশলা কেনার সময় কয়েকটি বিষয় যাচাই করে না নিলে মুশকিলে পড়তে হতে পারে।

বর্ণ- মশলা নষ্ট হয়ে গেলে অনেক সময় এর রং পরিবর্তন হয়ে যায়। মশলার গায়ে ধূসর দাগছোপ দেখা যায়। বিশেষ করে বর্ষার সময় এমনটি হওয়ার সুযোগ খুবই বেশি। তাই কেনার আগে দেখে নিতে হবে। মেয়াদ- অন্য সব জিনিসের মতো মশলা ব্যবহারেরও একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে। প্যাকেটের গায়ে সেই তারিখ লেখা থাকে। কেনার এক বার সেই তারিখে চোখ বুলিয়ে নেওয়া উচিত।

গন্ধ- মশলা মানেই ঝাঁঝালো গন্ধ। শুঁকলেই নাকে আসবে। তবে সেটা যদি না হয়, তা হলে বুঝতে হবে কোথাও সমস্যা আছে। মশলার গন্ধে যদি সেই তীব্রতা না থাকে, তা হলে না কেনাই ভাল।

দাম-অনেক সময় বিভিন্ন কারণে খুচরো মশলা কিনতে হয়। তাতে প্যাকেটের চেয়ে বেশি দাম নেন অনেক বিক্রেতাই। তাই খুচরো মশলা কেনার আগে এক বার বাজারমূল্য জেনে নেওয়া জরুরি।

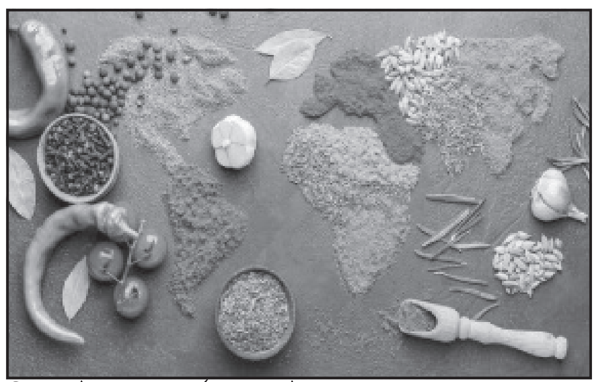

শিশু বার বার পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পায় বাবা-মায়েরা কখন বুঝবেন ভয়ের কারণ রয়েছে?

শিশুরা দুরন্ত হবেই। খেলাধুলো করতে গিয়ে প্রায়ই পড়ে গিয়ে হাত-পা কেটে, ছড়ে যায় শিশুদের। তাতে তেমন ভয় নেই। কিন্তু শিশু যদি ঘন ঘন পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পায়, তা হলে চিন্তার কারণ রয়েছে। হয়তো আপনার অজান্তেই পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়েছে, বকুনির ভয়ে বলেনি। অথবা স্কুলে গিয়েও এমন হতে পারে।

চেয়ার, টেবিল কিংবা খাট থেকে পড়ে গিয়েও মাথায় আঘাত লাগতে পারে।

সামান্য আঘাত দেখলে অনেক সময়েই গুরুত্ব দেন না অভিভাবকেরা। ব্যথার জায়গায় মলম লাগিয়ে দেন, অথবা ব্যথানাশক ওষুধ খাইয়ে দেন। আঘাত যেমনই হোক, শিশুদের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা দরকার। সামান্য আঘাত থেকেই ভবিষ্যতে মস্তিষ্কের জটিল অসুখের ঝুঁকি বাড়তে পারে। স্নায়বিক সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

কী কী উপসর্গ দেখে সতর্ক হবেন বাবা-মায়েরা

১) মাথায় একটানা যন্ত্রণা, কথা বলার সমস্যা, শরীরের ভারসাম্য রাখতে না পারা এমন লক্ষণ দেখা দিলে দেরি করা ঠিক হবে না।

২) মাথায় আঘাত লাগার পর যদি শিশু বলে যে, মাথা সব সময় ঘুরছে, বমি পাচ্ছে, তা হলে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে।

৩) শিশুর চোখের সমস্যা হতে পারে। দৃষ্টি ঝাপসা হতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে অভিভাবকদের।

৪) শিশু অমনোযোগী হয়ে পড়তে পারে, ভুলে যাওয়ার লক্ষণ দেখা দিতে পারে। অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়তে থাকলে দেরি করা ঠিক হবে না। স্নায়বিক সমস্যার সূত্রপাত এখান থেকেই হয়।

৫) বাবা-মায়েরা যদি দেখেন, শিশুর নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বার হচ্ছে, তখন দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে।

৬) আরও কিছু লক্ষণ ভয়ের হতে পারে। যেমন, শিশুর শ্বাসের সমস্যা হওয়া, বার বার জ্ঞান হারিয়ে ফেলা। মস্তিষ্কের ভিতর রক্তনালি ছিঁড়ে গেলে তখন রক্তক্ষরণ শুরু হতে পারে, যা বড় ঝুঁকির কারণ। মাথায় আঘাত লাগলে ফোলা স্থানে আগে বরফ দিতে হবে। রক্ত বার হলে সেই জায়গা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে চেপে ধরে রাখুন। আঘাত যেমনই হোক, সিটি স্ক্যান করিয়ে রাখা ভাল।

চায়ের সঙ্গে গরমাগরম চিংড়ির পেঁয়াজি

বর্ষার মরসুমে সন্ধেবেলা মুড়ির সঙ্গে গরমাগরম পেঁয়াজি পেলে আর কী বা চাই! তবে সেই পেঁয়াজি যদি হয় মাছের, তা হলে কেমন হবে? চিংড়ি মাছ কমবেশি সবাই খেতে ভালবাসেন। তবে দিয়ে যদি পেঁয়াজি বানানো যায়, তা হলে কেমন হয়?

কেবল মুড়ি দিয়ে নয়, চিংড়ি পেঁয়াজি কিন্তু ভাতের সঙ্গেও খেতে পারেন। গরম ভাতের সঙ্গে মাছের পেঁয়াজিতে জমে যাবে দুপুরের ভোজও। জেনে নিন, কী ভাবে বানাবেন এই পেঁয়াজি? উপকরণ: ২৫০ গ্রাম চিংড়ি মাছ, ১ চা চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, আধ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, ১ টেবিল চামচ রসুন বাটা, ২ টেবিল চামচ লেবুর রস, ১ টেবিল চামচ কাসুন্দি ,২০০ গ্রাম পেঁয়াজ কুচি, ২ টেবিল চামচ কাঁচালঙ্কা কুচি, ৬ টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার, ৩ টেবিল চামচ বেসন ৩ টেবিল চামচ চালের গুঁড়ো, পরিমাণ সর্ষের তেল, আধ কাপ ধনেপাতা কুচি, স্বাদমতো নুন ১ চা চামচ কালো জিরে

প্রণালী:

প্রথমে মাছগুলি ধুয়ে ভাল করে পরিষ্কার করে নিন। একটি পাত্রে মাছগুলি নিয়ে তার সঙ্গে একে একে লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, রসুন বাটা, কাসুন্দি, লেবুর রস এবং নুন দিয়ে মাখিয়ে নিন। মশলা মাখানো মাছ ঘণ্টাখানেক ফ্রিজে রেখে দিন। পেঁয়াজ লম্বা করে কুচিয়ে নিন। আলাদা একটি পাত্রে কর্নফ্লাওয়ার, বেসন, চালের গুঁড়ো, কাঁচালঙ্কা, পেঁয়াজ, কালো জিরে ভাল করে মিশিয়ে নিন। মাছের মিশ্রণটিও পেঁয়াজের সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে নিন। প্রয়োজনে সামান্য জল দিতে পারেন। এ বার পেঁয়াজির আকারে গড়ে লাল লাল করে ভেজে ফেলুন। গরম ভাতের সঙ্গে দারুণ জমবে চিংড়ি মাছের পেঁয়াজি।

তিন উপসর্গ দেখেই বুঝতে পারবেন থাইরয়েডের সমস্যা বেড়েছে কি না

থাইরয়েডের সমস্যায় ভুগছেন অনেকেই। থাইরয়েডের সমস্যা মহিলাদের মধ্যে বেশি দেখা গেলেও, ইদানীং বহু পুরুষও নানা কারণে এমন সমস্যায় আক্রান্ত হচ্ছেন। সাধারণত বয়স বাড়লে এই ধরনের ক্রনিক সমস্যা দেখা দেয়। থাইরয়েড গ্রন্থি যেই থাইরক্সিন হরমোনের সৃষ্টি করে, তার মাত্রা প্রয়োজনের থেকে বেশি বা কম হওয়াতেই এই সমস্যাগুলি দেখা দেয়।

থাইরক্সিন হরমোন মূলত বিপাকের ক্ষেত্রে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশের গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই হরমোনের মাত্রা শরীরে অত্যধিক বেশি বা কম হয়ে গেলে তা শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি করে। থাইরয়েড নিয়ন্ত্রণে রাখা খুব জরুরি। শরীরে থাইরয়েডের সমস্যা দেখা দিলে কয়েকটি উপসর্গ ফুটে ওঠে পায়ের পাতায়। সতর্ক হোন সেই সব দেখেই। পায়ে চুলকানি: হাইপোথাইরয়েডিজমের (থাইরক্সিন হরমোনের ক্ষরণ কমে যাওয়া) একটি সাধারণ উপসর্গ হল পায়ে অস্বস্তি হওয়া। ধীরে এটি শুধুমাত্র পা নয়, মাথার ত্বক, হাত সহ শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। থাইরয়েড হলে মূলত শরীর ভিতর থেকে শুকিয়ে যায়। ত্বক অত্যধিক রুক্ষ হয়ে পড়ে বলে ত্বকে অস্বস্তি শুরু হয়। কোনও কারণ ছাড়াই এই অস্বস্তি হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

শরীরে থাইরয়েডের সমস্যা বাসা বাঁধলে পায়ের তলা অত্যধিক শুষ্ক হয়ে যেতে পারে।

পায়ের পাতায় ব্যথা: থাইরয়েডের সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণগুলির মধ্যে একটি হল পায়ের পাতায় ব্যথা। থাইরয়েড যে গ্রন্থি হরমোন তৈরি করে, তা শরীরের বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু যখন সেই হরমোন ঠিক করে কাজ করে না, তখন পায়ের পেশিতে ব্যথা শুরু হয়। পায়ে যদি মাঝেমাঝেই ব্যথা হয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে থাইরয়েডের মাত্রা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া জরুরি। শুষ্ক পায়ের তলা: শরীরে থাইরয়েডের সমস্যা বাসা বাঁধলে পায়ের তলা অত্যধিক শুষ্ক হয়ে যেতে পারে। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে তৈরি হওয়া হরমোন যদি ঠিক করে কাজ না করে, তখনই এমন সমস্যা প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে। থাইরয়েড গ্রন্থি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে বলে, শরীরে তেল এবং ঘামের উৎপাদনও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ত্বক রুক্ষ এবং শুষ্ক হয়ে পড়ে। গোড়ালি ফাটার সমস্য বেড়ে যায়।

মশলার গুণেই পালাবে রোগবালাই

রান্নাঘরের রকমারি মশলায় রয়েছে নানা গুণ। তারই মধ্যে একটি মশলা হল দারচিনি। শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখা, রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করা-সহ এই মশলার বহু গুণ। মেদ ঝারাতে সাহায্য করে, ক্যানসারের ঝুঁকি কমানোর ব্যাপারেও এর ভূমিকা রয়েছে।

বর্ষা মানেই বৃষ্টিতে ভিজে ঠান্ডা লাগার আশঙ্কা। আবার এই সময়ে উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় ভাইরাস-ব্যাক্টিরিয়ার বাড়বাড়ন্তে সর্দি-কাশি, জ্বরের সম্ভাবনা। তবে, দারচিনির গুণে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়লে পিছু হটতে পারে রোগবালাই।

কী ভাবে দারচিনি খাবেন?

আদা ও দারচিনির “চা”

আদা চা অনেকেই খান। তবে এর সঙ্গে দারচিনির গুণ জুড়লে চা হয়ে উঠবে পুষ্টিকর। আদা ও দারচিনিতে রয়েছে প্রচুর অ্যান্টি অক্সিডান্ট। রোজ সকালে দারচিনি দেওয়া চা খেলে হজমশক্তি বাড়ে। শরীরচর্চার পরেও খেতে পারেন দারচিনি দেওয়া চা। তাতেও উপকার হবে। তবে একে “চা” বলা হলেও, এতে চা পাতা দেওয়া হয় না।

জলের মধ্যে দারচিনি, আদা, লবঙ্গ, এলাচ দিয়ে বেশ কিছু ক্ষণ ফুটিয়ে ছেঁকে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে দারচিনি চা। মিষ্টির জন্য চিনি নয়, যোগ করতে হবে মধু।

দারচিনি দুধ

ক্যালশিয়াম, আয়রন, ভিটামিনে ভরপুর দুধ সুষম খাদ্য হিসাবেই পরিচিত। দুধের সঙ্গে দারচিনির গুণ জুড়লে তা হয়ে উঠবে আরও স্বাস্থ্যকর। টাইপ টু ডায়াবিটিসের রোগীর ক্ষেত্রে প্রত্যেক দিন আধ চা চামচ করে দারচিনি খাওয়ায় উপকার হয়েছে বলে দেখা গিয়েছে সমীক্ষায়। হার্টের স্বাস্থ্য ভাল রাখতেও সাহায্য করে দারচিনি। দারচিনির টুকরো দুধে দিয়ে ভাল করে ফুটিয়ে নিলেই মশলার নির্যাস দুধে মিশে যাবে। চাইলে দুধে দারচিনির গুঁড়ো মিশিয়েও খাওয়া যায়। দুধ হজম করতে সমস্যা না থাকলে, দারচিনি দেওয়া এক কাপ গরম দুধ খেলে শরীর ভাল থাকবে।

দারচিনি মধুর জল

সকালে উঠে দারচিনি-মধুর জল খেলেও শরীর ভাল থাকবে। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, দারচিনিতে রয়েছে থার্মোজেনিক উপাদান। যা বিপাকহারের গতি বাড়িয়ে তোলে। দেহের মেদ ঝরাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি, হজমের সমস্যাও কমে দারচিনির জলে। একটি গ্লাসে সামান্য জল নিয়ে তাতে ১ চা-চামচ দারচিনি গুঁড়ো ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। এর পর তাতে আরও জল ঢেলে মধু মিশিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে দারচিনি ও মধুর জল।

চা, জল বা দুধ, এর মধ্যে কোনও একটি খেলেই ছোটখাটো রোগ সংক্রমণ এড়ানো যাবে।

মাথা যন্ত্রণা মানেই মাইগ্রেন বা টিউমার নয়! তারও প্রকারভেদ রয়েছে

মাথা থাকলেই মাথাব্যথা হবে। এ আর নতুন কথা কী! কিন্তু, সকলের মাথাব্যথার কারণ এক রকম নয়। চড়া রোদে কিংবা ঠান্ডা-গরমে কারও মাথা যন্ত্রণা করে। আবার, মাইগ্রেন বা সাইনাসাইটিসের সমস্যা থাকলেও এমন কষ্ট হতে পারে। অনেক ক্ষণ খালি পেটে থাকলেও মাথাব্যথা হতে পারে।

কিছু ক্ষেত্রে এই মাথাব্যথা বা মাথা যন্ত্রণা মারণরোগের লক্ষণ হতে পারে।

তবে তা সাধারণ মানুষের বোঝার ঊর্ধ্বে। কিন্তু সামান্য মাথাব্যথা বা যন্ত্রণা হলেই তো সকলে চিকিৎসকের কাছে ছুটে যান না! ঘরোয়া টোটকাতেও কাজ হয়। কিন্তু তার আগে মাথার ব্যথার ধরন সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখা প্রয়োজন।

আয়ুর্বেদ মতে মাথাব্যথা কত প্রকার?

১) বাতজ মাথাব্যথা:

অতিরিক্ত ক্লান্তি, মানসিক চাপ কিংবা আঘাত থেকে বাতজ মাথাব্যথা হয়। আবার প্রচণ্ড কান্নাকাটি, অতিরিক্ত কথা বলা কিংবা কনকনে ঠান্ডা হাওয়ার দাপটেও মাথার দু’পাশ দপদপ করে। সঙ্গে তীব্র যন্ত্রণাও হতে পারে। গরম কোনও পানীয় খেলে কিংবা মাথায় উষ্ণ তেল মালিশ করলে এই ধরনের সমস্যায় আরাম মেলে।

২) পিত্তজ মাথাব্যথা:

পিত্তজ মাথাব্যথার বিস্তার মাথার পিছন দিক থেকে কপাল, চোখ পর্যন্ত। এই ধরনের যন্ত্রণা সাধারণত মাথার অর্ধেকটা জুড়ে হয়। অনেকেই যাকে “আধকপালি” বলে জানেন। যার পোশাকি নাম “মাইগ্রেন”। এই ধরনের মাথাব্যথার সঙ্গে সূর্যের যোগ রয়েছে। দিনের শুরুতে এই ব্যথার তীব্রতা কম থাকলেও বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তা বাড়তে থাকে। খালি পেটে থাকলেও মাইগ্রেনের দাপট বৃদ্ধি পায়। মাইগ্রেনের ব্যথা নিরাময়ে আবার উষ্ণ নয়, ঠান্ডা প্রকৃতির তেল কাজ দেয়। মাথার দু’পাশে চন্দন, পুদিনা, ইউক্যালিপটাস অয়েল দিয়ে মালিশ করা যেতে পারে।

৩) কফজ মাথাব্যথা:

ঠান্ডা লাগা, মাথায় কফ জমা কিংবা সাইনাসাইটিসের জন্যও মাথাব্যথা কিংবা মাথাভার হয়ে থাকে। ঠিক মতো শ্বাস নিতে না পারলে বা শরীরে অক্সিজেনের অভাব হলেও মাথায় এই ধরনের কষ্ট হতে পারে। ব্যথা নিরাময়ে গরম জলের ভাপ, ঈষদুষ্ণ পানীয় খেলে কাফজ মাথাব্যথায় আরাম মেলে।

ভাল থাকার চাবিকাঠি লুকিয়ে থাকতে পারে বোঝাপড়ায়

প্রেমে পড়ার দিনগুলির মাধুর্যই আলাদা। বিবাহিত জীবনের গোড়ার দিকের দিনগুলিও যেন স্বপ্নের মতো। কিন্তু, মধুচন্দ্রিমার রেশ কাটতে না কাটতেই ব্যস্ততা, সংসার, পরিবারের চাপে ক্রমশ সম্পর্কের সমীকরণ বদলাতে শুরু করে। প্রেমের কথা কখন যে বাজারের ফর্দে বদলে যায়, বোঝাই যায় না।

দিন গেলে সম্পর্কের সমীকরণ বদলাবে, সেটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু সম্পর্ক একেবারে পানসে হয়ে গেলে বা দূরত্ব তৈরি হলেই মুশকিল। দূরত্ব বাড়তে না দিয়ে দু’পক্ষই কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখলে ফের সুন্দর হতে পারে সম্পর্ক।

কথা বলা

সম্পর্কে দূরত্বের অসংখ্য কারণ হতে পারে। বিশ্বাসের অভাব, বোঝাপড়ার অভাব, সময়ের অভাব। অনেক সময় দেখা যায়, ছোট ছোট কারণে মান-অভিমান জমতে জমতে কথা বলাটাই আর হয়ে ওঠে না। কথোপকথন যে কোনও সম্পর্কে খুব জরুরি। কথা বলা বন্ধ হলে বা মন খুলে মনের কথা বলতে না পারলে, ভুল বোঝাবুঝি বা দূরত্বের আশঙ্কা থেকে যেতে পারে। আবার মান-অভিমানের বেড়া ডিঙিয়ে পরস্পরের সঙ্গে ভাল সময় কাটালে, কথা বললে, সম্পর্কের দূরত্ব কমতেও পারে।

বিশ্বাস

সম্পর্কের ভিতই হল বিশ্বাস, ভালবাসা। কোনও কারণে বিশ্বাসের জায়গাটি টালমাটাল হলে সম্পর্কের ভিত টলে যেতে পারে। তাই শুরু থেকেই এই বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। তবে কখনও এমনটা ঘটলে, সেই মানুষটিকে আরও এক বার সুযোগ দেওয়া যায় কি না ভেবে দেখা প্রয়োজন। আর এ ক্ষেত্রে এক বার সেই সুযোগ মিললে, তা হাতছাড়া করা অনুচিত হতে পারে। বিশ্বাস যিনি ভেঙেছেন, বিশ্বাস ফেরানোর দায়িত্বটি তাঁরই নেওয়া প্রয়োজন।

বোঝাপড়া

সংসার করতে গেলে জীবন প্রেমের দিনের মতো মধুময় হবে বা বিবাহিত জীবনের শুরুর দিনগুলির মতো অন্তরঙ্গতায় মোড়া থাকবে, এমনটা ভাবা হয়তো ঠিক নয়। এক ছাদের নীচে থাকলে অন্যের দোষ-ত্রুটিগুলিও প্রকট হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। এখানেই প্রয়োজন পারস্পরিক বোঝাপড়া। বাড়ি-কর্মজগৎ, একটা সময়ের পর সন্তান পালন ও অন্যান্য দায়দায়িত্ব এসে পড়বেই। একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা, পাশে থাকার মানসিকতা, শ্রদ্ধা ও সম্মান থাকলে সমস্ত ঝড়-ঝাপটা একসঙ্গে সামলে নেওয়া সম্ভব হবে।

স্বাধীনতা

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে বিশ্বাস ও ভরসা থাকা যেমন প্রয়োজন, ঠিক তেমনটাই দরকার স্বাধীনতা। প্রতি মুহূর্তে যদি অন্য মানুষটি কী করছেন তার কৈফিয়ৎ দিতে হয়, তা হলে সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। স্ত্রী বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে গিয়েছেন। সেই সময় যদি স্বামী প্রয়োজন ছাড়া বার বার তাঁকে ফোন করেন, তিনি যেমন বিরক্ত হবেন, ঠিক তেমনই স্বামী অফিস থেকে ফেরার পথে কোথায়, কত ক্ষণ দাঁড়াচ্ছেন, কার সঙ্গে কথা বলছেন, স্ত্রী যদি ফোন করে সেই সব নিয়মিত খোঁজ করেন, তিনিও বিরক্ত হবেন। প্রতিটি মানুষের নিজের মতো সময় কাটানোর স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন।

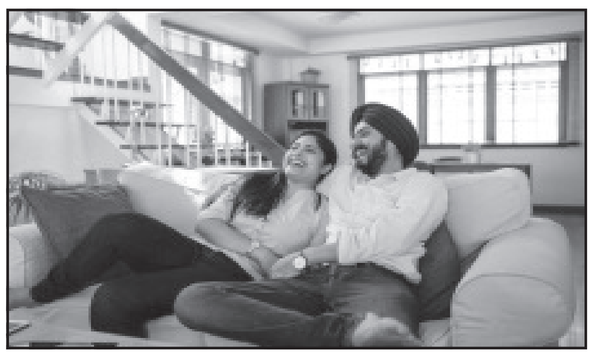

ভাল সময়

দিনভর হাজারো ঝক্কির শেষে, সারা দিনের পর কিছুটা সময় স্বামী-স্ত্রীর একান্ত সময় কাটানো জরুরি। সেখানে গল্প থাকতে পারে, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা থাকতে পারে। একসঙ্গে বসে সিনেমা দেখাতেও ভাললাগা থাকে। ছুটির দিনে কিছুটা সময় একসঙ্গে বাইরে যাওয়া, ঘোরা সম্পর্কে ভাল রাখতে সাহায্য করে। এতে পারস্পরিক বোঝাপড়ার পরিসর বাড়ে।

দাম্পত্য সম্পর্ক

সুস্থ দাম্পত্য সম্পর্কে শারীরিক মেলামেশাও জরুরি।এতে শরীর ও মন ভাল থাকে। শারীরিক সম্পর্ক মানে কিন্তু শুধুই সঙ্গম নয়। একে অপরকে জড়িয়ে ধরা, প্রয়োজনে অন্যের বুকে মাথা রেখেও আস্থা খোঁজা যায়। স্পর্শের মধ্যেও নির্ভরতা থাকে

মঙ্গলবার রেলওয়ের পুলিশ চার বাংলাদেশীকে আটক করে।

ঘূর্ণিঝড় "দানা"র মোকাবিলায় হাওড়া ডিভিশনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

কলকাতা, ২২ অক্টোবর(হি.স.): ঘূর্ণিঝড় " দানা"র সম্ভাব্য প্রভাব মোকাবিলায় পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর লক্ষ্য ঘূর্ণিঝড় ও ভারী বৃষ্টির কারণে রেল পরিষেবায় সম্ভাব্য প্রভাব কমানো এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এই প্রসঙ্গে হাওড়া ডিভিশনের তরফে যে পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে তা হলো:
১. জরুরি কন্টোল স্থাপন: ২৪ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত জরুরি কন্টোলের জন্য অফিসাররা মোতায়েন থাকবেন।
২. জল জমা প্রতিরোধ: রেল স্টেশনগুলিতে জল জমা রোধ করতে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে পাম্প বসানো হচ্ছে। ৩. সাধারণ ঘোষণা: যাত্রীদের সুবিধার্থে রেল স্টেশনগুলোতে নিয়মিতভাবে ঘোষণা করা হবে যাতে তারা পরিষেবার যেকোনো ব্যাঘাত সম্পর্কে অবগত থাকেন। ৪. প্ল্যাটফর্ম ও কনকোর্স সুরক্ষা: প্ল্যাটফর্ম এবং কনকোর্স এলাকাগুলিকে ঝড়ের ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে প্লাস্টিকের শিট দিয়ে ঢাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ৫. বিদ্যুৎ সরবরাহের বিকল্প ব্যবস্থা: হাওড়া ও বর্ধমানসহ বড় স্টেশনগুলোতে ডিজেল জেনারেটর এবং জরুরি আলো সরবরাহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ৬. ওভারহেড তারের রক্ষণাবেক্ষণ: ওভারহেড তারের কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য পূর্ণ কর্মী সহ টাওয়ার ওয়াগনগুলি প্রস্তুত রাখা হচ্ছে। ৭. কৌশলগত অবস্থান প্রস্তুতি: হাওড়া, বান্দেল, আজিমগঞ্জ, বর্ধমান, রামপুরহাট, ও পাকুড়ে জরুরি পরিস্থিতি সামাল দিতে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম বিভাগের কর্মীদের প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ৮. নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন: রেল সম্পত্তি এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভাগজুড়ে ২৪ ঘন্টা নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হবে। ৯. চালকদের সতর্কতা: ট্রেন চালকদেরকে উচ্চ সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যেকোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ১০. রেক সুরক্ষা: ঝড়ের প্রভাব থেকে রেকগুলিকে সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে। ১১. ডিজেল লোকো অবস্থান: হাওড়া, ব্যান্ডেল, বর্ধমান, এবং কাটোয়ায় ২৪ অক্টোবরের মধ্যে ডিজেল লোকো সহ চালকদের অবস্থান নিশ্চিত করা হবে যাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ দ্রুত নেওয়া যায়। ১২. হোর্ডিং অপসারণ: ঝড়ের সময় দুর্ঘটনা রোধে বিভিন্ন স্টেশনের বিজ্ঞাপনের হোর্ডিংগুলি সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এপ্রসঙ্গে মঙ্গলবার হাওড়া ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী সঞ্জীব কুমার জানিয়েছেন, 'সকল শাখার অফিসার এবং কর্মীরা সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। পুনরুদ্ধার এবং সংকট মোকাবিলার জন্য সুস্পষ্ট পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং বিশেষজ্ঞ দলগুলি পুরোপুরি প্রশিক্ষিত ও প্রস্তুত।'
এই সময়ের আবহাওয়া পরিস্থিতিতে যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং পরিষেবার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হাওড়া ডিভিশন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

হোজাইয়ে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির উদ্যোগে এবং জেলা পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত বালিকা সুরক্ষা সজাগতা কার্য্যক্রম

হোজাই (অসম), ২২ অক্টোবর (হি.স.) : হোজাই জেলা সদরে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির উদ্যোগে এবং জেলা পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত বালিকা সুরক্ষা সজাগতা কার্য্যক্রম।
আজ মঙ্গলবার হোজাই দেশবন্ধু বিদ্যাপীঠ মডেল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বালিকা সুরক্ষা সজাগতা কার্য্যক্রমে হোজাইয়ের পুলিশ সুপার সৌরভ গুপ্তা, স্থানীয় বিধায়ক রামকৃষ্ণ ঘোষ, হোজাই সিডব্লিউসি-র অধ্যক্ষ সমীর সরকার সহ অংশগ্রহণ করেছেন জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্য্যাদার আধিকারিক এবং রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির বিভিন্ন পদমর্য্যাদার কার্য্যকর্তীগণ।
বালিকা সুরক্ষা সজাগতা কার্য্যক্রম উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় বক্তব্য পেশ করেছেন বিশিষ্ট বক্তা ড. ত্রিবেণী ভট্টাচার্য। কার্য্যক্রমে উপস্থিত জেলার সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন ১০টি বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। কী ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করে সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে ভবিষ্যত জীবনে এগিয়ে যেতে হয় সে সম্পর্কে বিস্তর পরামর্শ দিয়েছেন বিশিষ্ট বক্তা ড. ত্রিবেণী ভট্টাচার্য।

লখনউতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির বাড়িতে চুরি; খোয়া গেল টাকা ও ল্যাপটপ, তদন্তে পুলিশ

লখনউ, ২২ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের লখনউতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটল অবসরপ্রাপ্ত জেলা বিচারপতির বাড়িতে। অবসরপ্রাপ্ত জেলা বিচারপতির বাড়িতে থেকে চুরি গিয়েছে নগদ টাকা ও ল্যাপটপ। এছাড়াও ট্যাপ খোয়া গিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এই চুরির বিষয়টি মঙ্গলবার জানতে পেরেছে পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে এবং প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। অবসরপ্রাপ্ত জেলা বিচারপতির বাড়ি থেকে নগদ ১০ হাজার টাকা, ল্যাপটপ ও ট্যাপ চুরি করে নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা।

লিবিয়া থেকে দেশে ফিরলেন ১৫৭ বাংলাদেশি

ঢাকা, ২২ অক্টোবর (হি. স.) : সমুদ্রপথে অবৈধভাবে লিবিয়ায় প্রবেশকারী বাংলাদেশের ১৫৭ নাগরিক মঙ্গলবার দেশে ফিরেছেন। মানব পাচারকারীদের দুষ্টচক্রের ফাঁদে পড়ে তারা সবাই সেখানে পৌঁছয়। বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে, ত্রিপোলিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস তাদের সবাইকে ফেরত পাঠানোর কাজটি যৌথভাবে

আর জি কর হাসপাতালের চিকিৎসকদের সাসপেনশন হাইকোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : আর জি কর হাসপাতালে থ্রেট কালচারের অভিযোগে অভিযুক্ত ৫১ জন চিকিৎসককে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্তে বড়সড় স্বস্তি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি কৌশিক চন্দের নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ এই সাসপেনশন এবং বহিষ্কারের সিদ্ধান্তে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করেছে।
থ্রেট কালচারের অভিযোগের কারণে আরজি কর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই ৫১ জন চিকিৎসককে সাসপেন্ড করেছিল। চিকিৎসকরা সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হলে হাইকোর্ট তাদের পক্ষে রায় দেয়। আদালতের এই অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশের ফলে অভিযুক্ত চিকিৎসকরা আপাতত সাসপেনশন থেকে মুক্ত থাকছেন এবং তারা তাদের দায়িত্ব পুনরায় পালন করতে সক্ষম হবেন।
এই ঘটনার পটভূমিতে থ্রেট কালচারের মতো গুরুতর অভিযোগ থাকায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছিল। তবে হাইকোর্টের নির্দেশের ফলে চিকিৎসকদের পক্ষে একটি স্বস্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে, যদিও মূল মামলাটি এখনও বিচারাধীন রয়েছে।

ভালুকা রোড স্টেশনে ছয় দফা দাবিতে তৃণমূল কংগ্রেসের ডেপুটেশন প্রদান

মালদা, ২২ অক্টোবর (হি.স.): মঙ্গলবার মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর দু'নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ভালুকা রোড রেল স্টেশনে ছয় দফা দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান করা হল। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিজিয়া সুলতানার নেতৃত্বে এই ডেপুটেশন আজ অনুষ্ঠিত হয়। দলের পক্ষ থেকে তিস্তা তোর্সা, যোগবানি, কুলিক এক্সপ্রেস সহ একাধিক দূরপাল্লার ট্রেনের স্টপেজ, মালদা থেকে কাঠিয়ার, নিউ জলপাইগুড়ি এবং বালুরঘাট-শিলিগুড়ি রুটে ট্রেন সংখ্যা বৃদ্ধির দাবি তোলা হয়।
ডেপুটেশনে অন্যান্য দাবির মধ্যে ছিল আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সম্প্রসারণ বারসই স্টেশন পর্যন্ত, কুমেদপুর স্টেশনে কুলিক এক্সপ্রেস এবং হরিশচন্দ্রপুর স্টেশনে দার্জিলিং মেলের স্টপেজ। এছাড়াও কুমেদপুর থেকে মালাহা পর্যন্ত রেলওয়ে আন্ডারপাসে ছাউনির ব্যবস্থা এবং কুমেদপুর স্টেশনের সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণের দাবিও জানানো হয়। উত্তর মালদার প্রতিটি স্টেশনে পানীয় জল এবং শৌচালয়ের সুবিধার দাবিও ছিল ডেপুটেশনের অংশ।
আজ সকালে রিজিয়া সুলতানার নেতৃত্বে একটি শান্তিপূর্ণ মিছিল ভালুকা রোড স্টেশনে জমায়েত হয়। এরপর স্টেশনের কর্তব্যরত ম্যানেজারের কাছে দাবি পত্র তুলে দেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা। এই ডেপুটেশন ঘিরে রেল পুলিশ এবং স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল, যা বিশেষভাবে নজর কাড়ে।

আবাস যোজনার সমীক্ষা বন্ধ নিয়ে বিজেপি-র আর্জি মানল নির্বাচন কমিশন

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.): চার জেলা এবং তিন বিধানসভা এলাকায় আবাস যোজনার সমীক্ষা আপাতত বন্ধ থাকছে। মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশন থেকে এ কথা জানানো হয়েছে। চিঠি দেওয়া হরেছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসারকে। সোমবার থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্য সরকারের তরফে আবাস যোজনা সংক্রান্ত বিশেষ সমীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। তবে এই সমীক্ষা বন্ধের আবেদন জানিয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দেয় বিজেপি। মূলত যে জেলাগুলিতে বিধানসভার উপনির্বাচন হবে সেখানেই এই আবাস যোজনা সংক্রান্ত সমীক্ষা বন্ধের আবেদন জানানো হয়।
১৩ নভেম্বর যে ৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে, সেগুলো হল সিতাই (কোচবিহার), মাদারিহাট (আলিপুরদুয়ার/জলপাইগুড়ি), নৈহাটি ও হাড়োয়া (উঃ ২৪ পরগনা), মেদিনীপুর (পশ্চিম মেদিনীপুর)আর তালডাংরা (বাঁকুড়া)। মঙ্গলবার কমিশন জানিয়েছে, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, পশ্চিম মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায় এবং মাদারিহাট, নৈহাটি ও হাড়োয়া এই তিন বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আদর্শ আচরণবিধি অনুযায়ী বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা হবে না।

ভাতারে পরকীয়ার জেরে মহিলাকে কোপ, অভিযুক্ত প্রেমিকা গ্রেফতার

ভাতার, ২২ অক্টোবর(হি.স.): পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারে পরকীয়ার জেরে এক মহিলাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপ মারার অভিযোগ উঠেছে প্রেমিকের বিরুদ্ধে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত সুচাঁদ প্রামানিককে ভাতার থানার পুলিশ খুব তাড়াতাড়ি গ্রেফতার করে এবং মঙ্গলবার বর্ধমান জেলা আদালতে তাকে হাজির করা হয়। সোমবার ঘটনাটি ঘটে ভাতারের কামারপাড়া এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা ছন্দা খাঁ (৩০) নামে এক মহিলার সঙ্গে সুচাঁদ প্রামানিকের পাঁচ বছরের অবৈধ সম্পর্ক ছিল। ছন্দার দুটি সন্তান রয়েছে। সোমবার তারা দু''জনেই বাড়ি থেকে পালানোর পরিকল্পনা করেছিল। ছন্দা সোনাদানা ও টাকা পয়সার ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে এলেও জামাকাপড়ের ব্যাগ আনতে ফের বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় তাদের মধ্যে মনোমালিন্য শুরু হয়। কামারপাড়া শালতোর মুক্ত মঞ্চ সংলগ্ন এলাকায় একটি গলিতে সুচাঁদ ছন্দাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপ মারে এবং পালিয়ে যায়।রক্তাক্ত অবস্থায় ছন্দাকে উদ্ধার করে দ্রুত বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। ভাতার থানার পুলিশের দ্রুত তৎপরতায় অভিযুক্ত সুচাঁদ প্রামানিককে গ্রেফতার করা হয়।

আলিপুরদুয়ারে ব্রাউন সুগার—সহ গ্রেফতার ব্যক্তি

আলিপুরদুয়ার, ২২ অক্টোবর (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের শোভাগঞ্জ এলাকা থেকে সোমবার রাতে ব্রাউন সুগার সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। ধৃতের নাম বিপুল দেবনাথ ওরফে লাদেন।
পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার রাতে শোভাগঞ্জ এলাকায় গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালায় আলিপুরদুয়ার থানার অ্যান্টি ক্রাইম টিম। এ সময় নিউ শোভাগঞ্জ বাঁশ বাগান এলাকা দিয়ে দুই যুবক বাইকে করে যাচ্ছিল। এরপর পুলিশ ওই বাইকটিকে ধাওয়া করে। পুলিশকে দেখে অভিযুক্ত বাইক চালক দ্রুত গতিতে পালানোর চেষ্টা করে। তখন বাইকের পিছনে বসা বিপুল দেবনাথ বাইক থেকে পড়ে যান। এরপরই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অভিযুক্তকে তল্লাশি করে তার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। এরপরই এনডিপিএস আইনে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আর একজন বাইক নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। পলাতক অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ।

ভারত ও চিনের মধ্যে মিটতে পারে সীমান্ত বিরোধ, ঐক্যমত্যে পৌঁছেছে দুই দেশ

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর (হি.স.): অবশেষে পূর্ব লাদাখ সীমান্তে উত্তেজনা ও অচলাবস্থা কাটতে চলেছে। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় টহলদারির সীমানা নিয়ে দুই দেশ ঐক্যমতে পৌঁছেছে। সোমবার নতুন দিল্লির তরফে এমনটাই জানানো হয়। নয়াদিল্লির প্রস্তাবে রাজি হয়েছে চিন।

অজিত গোষ্ঠীতে শামিল রাজকুমার বাদোলে, ব্যক্ত করলেন নিজের খুশি

মুম্বই, ২২ অক্টোবর (হি.স.): বিজেপি নেতা এবং প্রাক্তন মন্ত্রী রাজকুমার বাদোলে মঙ্গলবার মুম্বইয়ে মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন এনসিপি-তে যোগ দিয়েছেন। অজিত পওয়ার তাঁকে নিজ দলে স্বাগত জানান। এনসিপি-তে যোগদানের পর প্রাক্তন বিজেপি নেতা রাজকুমার বাদোলে বলেছেন, 'গত আড়াই বছরে, মহারাষ্ট্রে মহাযুতি সরকার অনেক ভাল কাজ করেছে। আমি যে জায়গা থেকে নির্বাচনে লড়ব সেখান থেকে এনসিপি মহাযুতি জোটে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। আমরা মনে করি এই সরকারের আবার মহারাষ্ট্রে ক্ষমতায় ফিরে আসা উচিত।'

উত্তর কলকাতায় টালায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু বাবা-মেয়ের

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর কলকাতায় টালা সেতুর কাছে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয় এক শিশু-সহ দুই পথচারী। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুরে।
সূত্রের খবর, নিহতরা হলেন অমিত কুমার শাহ এবং তাঁর পাঁচ বছরের মেয়ে মিশিকা। বাবা তাঁর মেয়েকে স্কুলে ছাড়তে যাচ্ছিলেন। সেই সময়েই বেপরোয়া ট্যাক্সির ধাক্কায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। রাস্তায় তাঁরা ছিটকে পড়ে যান। ট্যাক্সিটিকে আটক করে চিৎপুর থানার পুলিশ। চিৎপুর থানা এলাকায় বি টি রোডে বোরোলিন টাওয়ারের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে।
দুর্ঘটনাস্থল থেকে দু'জনকেই গুরুতর আহত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় আর জি কর হাসপাতালে। সেখানে তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ।

ফের সাময়িক বন্ধ দুটি রুটে শুরু হল ট্রাম

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.): মঙ্গলবার থেকে ফের চালু হল দুটি রুটে ট্রাম পরিষেবা । ২৫ নম্বর রুট (গড়িয়াহাট-ধর্মতলা) আর ৫ নম্বর রুটে (শ্যা মবাজার-ধর্মতলা) চালু হল ট্রাম।
পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, যানজটের কারণে পুজোর দিনগুলিতে ট্রাম চলবে না। তবে পুজোর পরই দ্রুত পরিষেবা চালুর আশ্বাস দিয়েছিল পরিবহণ দফতর। সেই প্রতিশ্রুতি মেনেই পুজোর সাময়িক বিরতির পর মঙ্গলবার থেকে শহরের দুটি রুটে চালু হল ট্রাম পরিষেবা ।
গত ৯ অক্টোবর থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত ট্রাম পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পরিবহণ দফতর। কিন্তু, তার পরেও প্রায় এক সপ্তাহ দেরি হল ট্রামের চাকা গড়াতে। পরিবহণ দফতরের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানান, যেহেতু ট্রাম কর্মী ও চালকরা ছুটিতে গিয়েছিলেন, তাই কিছু "অপারেশনাল" কারণে ট্রাম চালাতে নির্ধারিত সময়ের চেয়েও কিছুটা বেশি সময় লাগল।

খারুপেটিয়ায় উদ্ধার যুবকের মৃতদেহ

দরং (অসম), ২২ অক্টোবর (হি.স.) : দরঙের খারুপেটিয়ায় জনৈক যুবকে মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। নিহত যুবককে বকো সোনতলির বাসিন্দা আয়ুব আলি বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ। জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার সকালে খারুপেটিয়ার বালুগাঁও বাজারের বুক চিরে ধবিত ১৫ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে উদ্ধার হয়েছে আয়ুব আলির মৃতদেহ। মৃতদেহের কাছে পড়েছিল মাদক দ্রব্য। পুলিশ তা বাজেয়াপ্ত করেছে। মৃত যুবক আয়ুব আলি নেশাসক্ত ছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

ফরিদাবাদে বাজির গুদামে আগুন, মামলা দায়ের মালিকের বিরুদ্ধে

ফরিদাবাদ, ২২ অক্টোবর (হি. স.) : হরিয়ানার লাহদৌলা গ্রামে একটি বাজির গুদামে আগুন লাগার ঘটনায় গুদামের মালিক ও ভাড়াটিয়ার বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার পুলিশের মুখপাত্র জানান, গত ১৯ অক্টোবর চাঁদপুরের পুলিশ চৌকির একটি দল টহলে ছিল। এদিকে পুলিশ কন্টোল রুম থেকে খবর পায় যে লাহদৌলা গ্রামের একটি বাজির গুদামে আগুন লেগেছে এবং বাজি ফাটার আওয়াজ পাওয়া গেছে, পুলিশ দমকল ব্রিগেডের হেল্পলাইন ১০১ নম্বরে যোগাযোগ করে খবর দেয়। দমকল সার্ভিসের তিনটি গাড়ি ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাস্থল থেকে মোট ২০৩ প্যাকেট বাজি পাওয়া গেছে এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা, পোড়া এবং ফেলে দেওয়া বাজিও পাওয়া গেছে, এইভাবে মোট ১৩৯ কেজি আতশবাজি উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ চাঁদপুর গোডাউনের মালিক বিনোদ ও ভাড়াটিয়া আমিতকে আতশবাজি সংক্রান্ত নথি/অনুমতি প্রদানের বিষয়ে নথি জমা দিতে বললেও, কোন প্রকার নথি বা অনুমতি প্রদান করা হয়নি, যার ভিত্তিতে গোডাউনের মালিক বিনোদ ও ভাড়াটিয়া আমিতের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার তদন্ত চলছে।

২০২৬ কমনওয়েলথ গেমস থেকে বাদ পড়েছে হকি, শুটিং সহ একাধিক বিভাগ

লন্ডন, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : আসন্ন ২০২৬ কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজক শহর গ্লাসগো। ২০১৪ সংস্করণের পরে ১২ বছর পর কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজক শহর হিসাবে উঠে আসলো গ্লাসগো। তবে খরচ সীমিত করার জন্য এবার এই গেমস থেকে বাদ পড়েছে হকি, ব্যাডমিন্টন, কুস্তি, ক্রিকেট এবং শ্যুটিং -এর মতো এই গুরুত্বপূর্ণ খেলাগুলি। পাশাপাশি বাদ দেওয়া হয়েছে টেবিল টেনিস, স্কোয়াশ এবং ট্রায়াথলনকেও। লজিস্টিক স্ট্রিমলাইন করার জন্য শুধুমাত্র চারটি ভেন্যু পুরো শোপিস হোস্ট করবে। গেমসের মোট ইভেন্টের সংখ্যা ২০২২ সালে বার্মিংহাম সংস্করণের তুলনায় ৯টি কম। মেগা-ইভেন্টের ২৩তম সংস্করণটি ২৩ জুলাই থেকে ২ আগস্ট পর্যন্ত হবে। ক্রীড়া কার্য্যক্রমের মধ্যে অ্যাথলেটিক্স এবং প্যারা অ্যাথলেটিক্স (ট্র্যাক ও ফিল্ড), সাঁতার এবং প্যারা সুইমিং, শৈল্পিক জিমন্যাস্টিকস, ট্র্যাক সাইক্লিং এবং প্যারা ট্র্যাক সাইক্লিং, নেটবল, ভারোত্তোলন এবং প্যারা পাওয়ারলিফটিং, বক্সিং, জুডো, বোলস এবং প্যারা বোলস এবং ৩৩ বাস্কেটবল, এবং ৩অ৩ হুইলচেয়ার বাস্কেটবল অন্তর্ভুক্ত করা থাকবে। কমনওয়েলথ গেমস ফেডারেশনের সিইও কেটি স্যাডলেয়ার মঙ্গলবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানিয়েছেন যে। ক্রীড়াবিদ এবং সহায়তা কর্মীদের হোটেল বাসস্থানে রাখা হবে। গেমসটি চারটি ভেন্যু জুড়ে অনুষ্ঠিত হবে -- স্কটসটাউন স্টেডিয়াম, টোলক্রস ইন্টারন্যাশনাল সুইমিং সেন্টার, এমিরেটস এরিনা - সহ স্যার ক্রিস হয় ভেলোড্রোম এবং স্কটিশ ইভেন্ট ক্যাম্পাস।

সেক্টর ফাইভে চলন্ত পুলকারে আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা পেল ১০ জন ছাত্রী

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.): অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল ১০ জন ছাত্রী। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে সেক্টর ফাইভ নিউ ব্রিজ টু—এর কাছে। একটি বেসরকারি স্কুলের ছাত্রীরা স্কুল ছুটি শেষে পুলকারে সল্টলেক থেকে নিউটাউন যাচ্ছিল। সেই সময় চলন্ত পুলকারে আগুন ধরে যায়।ধোঁয়া দেখে চালক দ্রুত গাড়িটি রাস্তার ধারে থামান। সেই মুহূর্তে কর্তব্যরত বিধাননগর ট্রাফিক পুলিশের সিভিক ভলেন্টিয়াররা দ্রুত গাড়িতে থাকা ছাত্রদের নিরাপদে বের করে আনেন। অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন সিভিক ভলেন্টিয়াররা এবং তৎক্ষণাৎ খবর দেন দমকলকে।
দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। সিভিক ভলেন্টিয়ারদের দ্রুত পদক্ষেপের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে দাবি করেছেন তারা।

মঙ্গলবার উদয়পুর জেলা যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে এক বিক্ষোভ র‍্যালির আয়োজন করা হয়। নিজস্ব ছবি।

হাসপাতালের সুরক্ষায় টাস্ক ফোর্স, বিজ্ঞপ্তি জারি

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.): হাসপাতালের সুরক্ষায় আগেই 'গ্রিভান্স সেল' গড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে বৈঠকের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের দাবি মতো রাজ্যের প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সুরক্ষায় বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মঙ্গলবার দুপুরে এ ব্যাপারে নবান্নের তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মুখ্যসচিবের নেতৃত্বের ১১ সদস্যের টাস্ক ফোর্স গঠন। টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা হলেন মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, স্বাস্থ্যসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি, কলকাতার সিপি, ২ জন জুনিয়র ও ২ জন সিনিয়র রেসিডেন্ট, ১ মহিলা চিকিৎসক পড়ুয়া এবং ১ গ্রিভান্স রিড্রেসাল কমিটির প্রতিনিধি।

মহেশতলায় দুর্গাপূজার দাবিতে চাঁদা না দেওয়ায় সহিংসতা গুলি, মারধর ও ভাঙচুরের ঘটনা

মহেশতলা, ২২ অক্টোবর(হি.স.): মহেশতলার একটি ক্লাব কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে দুর্গাপূজার দাবিতে চাঁদা না দেওয়ায় সহিংসতার। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই ঘটনায় সংঘর্ষের সময় বাইক ও গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। মঙ্গলবার পরিস্থিতি বেগতিক হওয়ার পর ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়।স্থানীয় ক্লাবের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, তাদের বিরুদ্ধে মারধর, বোমাবাজি এবং গুলি চালানোর মতো গুরুতর ঘটনা ঘটানো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং আহত ব্যক্তিদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাস্থলে প্রাথমিক তদন্ত শুরু হয়েছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য অতিরিক্ত বাহিনী স্থানীয় এলাকায় পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্তের জন্য ক্লাব কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সাক্ষাৎকার নিচ্ছে।একাধিক সাক্ষীর মতে, সংঘর্ষের সময় আশপাশের এলাকায় ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। ঘটনাস্থলে প্রচুর পুলিশ থাকা সত্ত্বেও সংঘর্ষ থামানো সম্ভব হয়নি। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে।এদিকে, মহেশতলা থানার পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং সহিংসতার মূল কারণ অনুসন্ধান করার কাজ শুরু করেছে। পরিস্থিতি শান্ত করতে স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করা হচ্ছে। পুলিশ জনগণকে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছে।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দফতরে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন নিয়ে বৈঠক

কলকাতা, ২২ অক্টোবর(হি.স.): মঙ্গলবার আসন্ন ছয়টি বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দফতরে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আইজি সিআরপিএফ বীরেন্দ্র কুমার শর্মা এবং রাজ্য পুলিশের নোডাল অফিসার আনন্দ কুমার।বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, সিতাইতে ১৬ কোম্পানি, মাদারিহাটে ১৪ কোম্পানি, নৈহাটিতে ১০ কোম্পানি, হাড়োয়াতে ১৫ কোম্পানি, মেদিনীপুরে ১৬ কোম্পানি এবং তালডাংরায় ১৮ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন করা হবে। প্রতিটি স্থানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কোম্পানির সমপরিমাণ কুইক রেসপন্স টিম থাকবে।কমিশন সূত্রে জানা গেছে, রাজ্য পুলিশের পর্যাপ্ত সদস্যদের পাশাপাশি এইচআরএফএস, আরটি মোবাইল এবং সেক্টর অফিসের জন্য রাজ্য সশস্ত্র পুলিশের সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকবে। আগামী ২৯ অক্টোবর গোটা দেশে যে নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হবে, সেদিকে বিশেষ নজর রাখছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।আগামী ২৯ অক্টোবর বিকেল চারটেতে নির্বাচন কমিশনের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারসহ অন্যান্য কমিশনাররা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও কনফারেন্সে উপস্থিত থাকবেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

হারিয়ে যাওয়া ফোন ফিরে পেয়ে খুশি মালিকরা

বাঁকুড়া, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : পুজোর মরসুমে হারানো ও চুরি যাওয়া ফোন ফিরে পেয়ে খুশি মাালিরা। একহাজারের অধিক মানুষের হাতে তাদের খোয়া যাওয়া ফোন পুলিশ উদ্ধার করে তুলে দিল। মঙ্গলবার বাঁকুড়া পুলিশ লাইনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই কাজটি সম্পন্ন হয়।অনুষ্ঠানে মোট ১০৫৮ টি মোবাইল ফোন তাদের আসল মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দিল বাঁকুড়া জেলা পুলিশ। অনুষ্ঠানে পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারী সহ পুলিশ কর্তারা উপস্থিত ছিলেন।পুলিশ সুপার জানান গত কয়েক মাসে উদ্ধার হওয়া মোট ১০৫৮ টি ফোন ফিরিয়ে দেওয়া হলো তাদের আসল মালিকের হাতে। হারানো মোবাইল ফিরে পেয়ে মোবাইলের মালিকগণ ভীষণ খুশি হন এবং বাঁকুড়া পুলিশ প্রশাসনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মালদা জেলায় জলে ডুবে মৃত তিন ছাত্রের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন জেলাশাসক ও মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন

মালদা, ২২ অক্টোবর(হি.স.): মালদা জেলার মাগুরা এলাকায় মহানন্দা নদীতে স্নান করতে গিয়ে তিন ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। এই দুর্ঘটনায় শোকাহত পরিবারের পাশে দাঁড়াতে মঙ্গলবার ওই পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করেন মালদা জেলার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন এবং মালতিপুরের বিধায়ক ও তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী।

মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে প্রতিটি মৃত ছাত্রের পরিবারের হাতে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা তুলে দেন। এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ত্রাণ সামগ্রী প্রদান করা হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল প্রকার সহযোগিতা করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা সভাধিপতি লিপিকা ঘোষ বর্মন, সামসি বিডিও শেখর সেরফা, এবং অঞ্চল ও ব্লক স্তরের নেতৃত্ব।

ধসের জেরে বন্ধ উত্তর সিকিমের চুংথাং-লাচেন রাস্তা

শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর (হি. স.) : আগামী ২৫ অক্টোবর থেকে পর্যটকদের জন্য উত্তর সিকিম খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ধসের জেরে সেই সম্ভাবনায় তৈরি হল প্রশ্ন চিহ্ন। মঙ্গলবার সিকিমের মুন্সিথাংয়ে বড় ধরনের ধস নামে। ফলে কার্য্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় চুংথাং-লাচেন রাস্তায় একটা বড় অংশ। আপাতত গ্যাংটক থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে উত্তর সিকিমের লাচেন। কেননা বিকল্প কোনও রাস্তা নেই। তবে শুধুমাত্র উত্তর সিকিমের লাচুংয়ে পর্যটকদের প্রবেশে অনুমতি দেয় কিনা প্রশাসন, সেটাই এখন দেখার।

মাটির প্রদীপের অস্তিত্ব সংকটে, বৈদ্যুতিক প্রদীপের দাপটে চাক শিল্পীদের দুর্দশা

বালুরঘাট, ২২ অক্টোবর(হি.স.): দীপাবলির আলোর উৎসবে টুনি বাল্ব ও বৈদ্যুতিক প্রদীপের উজ্জ্বলতায় ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসেছে মাটির প্রদীপের ঐতিহ্য। বালুরঘাটের চাক শিল্পীরা, যাদের পূর্বপুরুষরা দীর্ঘদিন ধরে মাটির প্রদীপ তৈরি করে এসেছেন, তারা আজ আর্থিক সংকটে পড়েছেন। কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি এবং পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক না পাওয়ায়, অনেকেই এই শিল্পে নিজেদের ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন না। পরবর্তী প্রজন্মও এই পেশায় আসতে আগ্রহী নয়।

বালুরঘাট শহরের কাঁঠালপাড়া, দিপালী নগর ও মাহিনগর এলাকায় বেশ কিছু কুমোর বাড়ি রয়েছে, যারা মাটির প্রদীপ তৈরি করেন। তবে বর্তমানে অনেকেই ডাইস ব্যবহার করে প্রদীপ তৈরি করছেন। ফলে ঐতিহ্যবাহী চাকের প্রদীপের সাথে ডাইসে তৈরি প্রদীপের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এর পাশাপাশি বৈদ্যুতিক প্রদীপ এবং টুনি বাল্বের বাড়বাড়ন্তে বাজারে মাটির প্রদীপের চাহিদা ক্রমশ কমছে। বর্তমান ডিজিটাল যুগে চাইনিজ লাইট ও বৈদ্যুতিক প্রদীপের উজ্জ্বলতায় মাটির প্রদীপের আলো অনেকটাই ফিকে হয়ে এসেছে। দীপাবলির আলোর উৎসবকে কেন্দ্র করে সামান্য কিছু চাহিদা থাকলেও, মৃৎশিল্পীরা আর আগের মতো ব্যবসার লাভের মুখ দেখতে পাচ্ছেন না। তবুও আশার আলো জ্বালিয়ে তারা দিনরাত পরিশ্রম করে মাটির প্রদীপ তৈরি করছেন, যেন এই একটি উৎসবই তাদের সারা বছরের কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব করবে।

তেলিয়ামুড়া মহকুমার করইলং এলাকার মৃৎশিল্পী স্বপন রুদ্র পাল জানান, চাহিদা অনেকটাই কমে গেছে। বাহারি ডিজাইনের ইলেকট্রনিক লাইটের কারণে মাটির প্রদীপের বাজারে ধস নেমেছে। এছাড়া দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধগতির ফলে মাটি এবং অন্যান্য উপকরণের দামও বেড়ে গেছে, যা প্রদীপ তৈরির খরচ বাড়িয়ে তুলেছে।

তবে মৃৎশিল্পীদের আশা এখনও মাটির প্রদীপের শিখা নিভে যাবে না। তারা বিশ্বাস করেন, মাটির প্রদীপের মসৃণ আলোই ঘুচিয়ে দিতে পারে সকল দুঃখ-কষ্টের অন্ধকার। এই বিশ্বাস নিয়েই মৃৎশিল্পীরা আগামী দীপাবলির জন্য প্রচুর পরিমাণে প্রদীপ তৈরি করে চলেছেন, যেন একদিন মাটির প্রদীপের ঐতিহ্য আবারও জীবন্ত হয়ে ওঠে।

মঙ্গলবার মাহিনগরের এক চাক শিল্পী বাসুদেব পাল জানালেন, মাটির প্রদীপ এখনও বিভিন্ন শুভ অনুষ্ঠানে ব্যবহার হলেও, তেলের দাম বৃদ্ধির কারণে এর ব্যবহার অনেকটাই কমে এসেছে। দীপাবলিতে বিক্রি কিছুটা বাড়লেও, বৈদ্যুতিক প্রদীপের প্রচলনের কারণে তারা যথেষ্ট লাভ করতে পারছেন না। তাই তাদের পরবর্তী প্রজন্ম এই পেশা ছেড়ে অন্য পেশার দিকে ঝুঁকছে।চাক শিল্পীদের এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সরকারি সহায়তার দাবি জানিয়েছেন অনেকেই, তবে এখনও পর্যন্ত এই শিল্পে বড় ধরনের কোনও পরিবর্তন আসেনি।

পুনে থেকে কলকাতাগামী বিমানে বোমাতঙ্ক, জরুরি অবতরণ কলকাতা বিমানবন্দরে

কলকাতা, ২২ অক্টোবর(হি.স.): পুনে থেকে কলকাতাগামী আকাসা এয়ারলাইন্সের একটি বিমানে বোমা থাকার সন্দেহে কলকাতা বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করানো হয়েছে। মঙ্গলবার বিমানটি পুনে থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল, যখন মাঝ আকাশে একটি টুইট আসে, যাতে বলা হয়েছিল যে বিমানে বোমা রাখা আছে।বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ এটিসির (এয়ার ট্রাফিক কন্টোল) সঙ্গে যোগাযোগ করে, এবং সতর্কতার সঙ্গে বিমানটিকে কলকাতা বিমানবন্দরে নিরাপদে অবতরণ করানো হয়। বিমানে থাকা সকল যাত্রী সুস্থ এবং নিরাপদ রয়েছেন। বিমান অবতরণের পূর্বেই বিমানবন্দরে দমকল এবং অন্যান্য জরুরি সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।ঘটনার সূত্রপাত সম্পর্কে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। টুইটটি কোথা থেকে করা হয়েছিল এবং এর পেছনে কারা জড়িত, তা জানার জন্য তদন্ত চলছে। এর আগে সোমবার, কলকাতা বিমানবন্দরে দুটি হুমকিমূলক ফোন আসে, যেখানে বলা হয়েছিল যে বিমান বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। ওইদিন সকালে, এয়ার ইন্ডিয়ার সিকিউরিটি চেকিংয়ের ল্যান্ডলাইনে ফোন করে দাবি করা হয় যে একটি বিমানে হাইড্রোজেন বোমা রয়েছে এবং বিমানটি হাইজ্যাক করা হতে পারে।

কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নিয়ে হাই এলার্ট জারি করে এবং সিআইএসএফ এবং পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, এবং পুলিশ ঘটনার উৎস জানার চেষ্টা করছে।

কালিঘাটে স্কাই ওয়াক পরিদর্শনে মহানাগরিক, কালিপুজোর সময় উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি. স.) : আগামীদিনে কালিঘাট মন্দির পরিদর্শনের জন্য সরাসরি সেখানেই পৌঁছতে স্কাইওয়াক নির্মাণের কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। এই পরিষেবা খুব শীঘ্রই চালু করা হবে। কলকাতা পুরসভায় এর পরিপ্রেক্ষিতেই তৎপরতা তুঙ্গে। এদিকে, মঙ্গলবার মহানাগরিক সশরীরে পৌঁছে কাজের অগ্রগতি বেশ কিছু সময় ধরেই খতিয়ে দেখেছেন সামগ্রিক ব্যবস্থা। পুর কমিশনার ধবল জৈন ও অন্যান্য আধিকারিকরা যান সরেজমিন পরিদর্শনে। কলকাতা পুরসভার একাধিক বিভাগের পদস্থ কর্তা ও শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বিভাগীয় প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এর পাশাপাশি স্থানীয় পুরপিতা ও পুরমাতারাও মেয়রের সঙ্গে ওই পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন নির্মাণ সংস্থার প্রতিনিধিরাও। তাদের মধ্যেই এ নিয়ে হয়েছে আলোচনা। কলকাতা পুরসভার তরফে জানা গিয়েছে, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে উদ্বোধন শীঘ্রই। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এ জন্য সময় চেয়েছেন পুরকর্তারা। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের অক্টোবর মাসে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। দুটি গেট থাকছে এবং বসছে স্বয়ংক্রিয় সিঁড়ি। ভক্তদের জন্য সরাসরি এই পথে মন্দিরের প্রধান ফটকে পৌঁছে যাবেন দর্শনার্থীরা।

আইইএম - এ পথ চলা শুরু ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির ছাত্র শাখার

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি. স.) : ইন্সটিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (আইইএম), কলকাতার উদ্যোগে এই প্রথম চালু হল ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি (আইসিএস)-এর "স্টুডেন্টস চ্যাপ্টার" অর্থাৎ ছাত্র শাখা। আইসিএস-এর শতবর্ষের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ১০০ বছর আগে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আইসিএস-এর মূল লক্ষ্য শিক্ষা ও উদ্ভাবনী গবেষণার মাধ্যমে রসায়ন বিজ্ঞানের অগ্রগতি। মঙ্গলবারের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছেন আইসিএস-এর সম্মানিত সেক্রেটারি অধ্যাপক ড. সুদীপ কুমার দাস, প্রাক্তন সভাপতি অধ্যাপক ড. দুলাল চন্দ্র মুখার্জী এবং কার্য্যনির্বাহী কর্মকর্তা ড. রাহুল ভট্টাচার্য্য। আলোচনা ও বক্তব্যের মাধ্যমে তাঁরা গবেষণা ও উদ্ভাবনের ভূমিকাকে বিজ্ঞানের ভবিষ্যত রূপায়ণের ক্ষেত্রটিকে উল্লেখযোগ্য হিসেবে তুলে ধরেন। ছাত্র-ছাত্রীদের তৈরি এক লোগো"র আত্মপ্রকাশ ঘটে। আইইএম-এর ডিরেক্টর অধ্যাপক ড. সত্যজিৎ চক্রবর্তী এই বিষয়ে বলেন, "এই শাখাটি বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রতি আইইএম-এর সদর্থক অঙ্গীকার তুলে ধরার পাশাপাশি আইসিএস-এর শতবর্ষ উদযাপনও করে, যা ভবিষ্যতে রসায়ন বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।"

একাধিক দাবীতে শিলিগুড়ি থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ বিজেপি মহিলা মোর্চার

শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর (হি. স.) : একাধিক দাবীতে শিলিগুড়ি থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করলো বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা মহিলা মোর্চা।

রাজ্যজুড়ে প্রতিনিয়ত খুন, ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে।এই অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার মিছিল করে শিলিগুড়ি থানার সামনে যান বিজেপি মহিলা মোর্চার সদস্যরা।সেখানে অবস্থান করে বিক্ষোভ দেখান। আর জি কর সহ বিভিন্ন ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত নেন তারা। এদিন বিজেপি মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র জানান, কয়েকদিন আগেই শিলিগুড়িতে এক নার্সের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।এই ঘটনা আত্মহত্যা না খুন এই বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে আমাদের।পশ্চিমবঙ্গ সহ শহর শিলিগুড়িতে যেভাবে খুন ও ধর্ষণ নিত্যদিন হচ্ছে তার জন্যই আজ এই অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়েছি আমরা।

নাগদায় ট্রাক উল্টে মৃত্যু ২০টি গবাদি পশুর

নাগদা, ২২ অক্টোবর (হি. স.) : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উজ্জয়িন জেলার নাগদা থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরে উজ্জয়িনী জাভরা রোডে একটি ট্রাক উল্টে প্রায় ২০ টি গবাদি পশু মারা যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে ব্যবস্থা নেয় বিড়লাগ্রাম থানার পুলিশ। পুলিশের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, ট্রাকটি দেপালপুর জেলা ইন্দোর থেকে গবাদি পশু বোঝাই করে জাভরা জেলা রতলামে যাচ্ছিল। তাদের দেপালপুর হাট থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ট্রাকে প্রায় ৪০টি গবাদি পশু ছিল। এর মধ্যে প্রায় ২০টি গবাদি পশু মারা যায়। আহত হয়েছে প্রায় ১০-১২ টি গবাদি পশু। তাদের চিকিৎসা শেষে গোয়ালঘরে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় ৬ জনকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে দুইজন পালিয়ে যায়। এই দুর্ঘটনার পর হিন্দু সংগঠনের লোকজনও পৌঁছে যায় থানা চত্বরে। জানা গেছে, এসপি উজ্জয়িনীকে এই ঘটনার কথা জানানোর পর পুলিশ ট্রাক থেকে মদও বাজেয়াপ্ত করেছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

নাগপুরের কাছে লাইনচ্যুত শালিমার এক্সপ্রেস, হতাহতের খবর নেই

নাগপুর, ২২ অক্টোবর (হি.স.): মহারাষ্ট্রের নাগপুরের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে গেল ১৮০২৯ সিএসএমটি শালিমার এক্সপ্রেস। মঙ্গলবার নাগপুরের কাছে কালামনা স্টেশনের অদূরে ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। ট্রেনের দু"টি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। এই ট্রেন দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। ট্রেন দুর্ঘটনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রেললাইন। রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার নাগপুরের কাছে কালামনা স্টেশনের অদূরে ১৮০২৯ সিএসএমটি শালিমার এক্সপ্রেস ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে যায়। এই ট্রেন দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। রেললাইন মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে।

মুর্শিদাবাদের রানিতলায় পুলিশের জালে ৪১ জন বাংলাদেশি

মুর্শিদাবাদ, ২২ অক্টোবর (হি.স.): অবৈধ ভাবে ভারতে ঢুকে আবারও সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে পালানোর ছক কষেছিলেন। পারলেন না। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার রাতে রানিতলা থানার নশিপুর পঞ্চায়েতের পরসাহেবনগর মাঠে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ধরা হল ৪১ জন বাংলাদেশিকে।

তাঁদের থেকে কোনও সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতরা বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। অবৈধ ভাবে কেউ ছয় মাস আগে, কেউ আরও আগে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকেছিলেন। কেউ লালগোলা, ভগবানগোলা, কেউ রানিনগর-সহ জেলার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন।জানা গেছে যে তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় রাজমিস্ত্রীর কাজ করতেন। সদ্য নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে ফের অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে ঢোকার জন্য রানিতলার পরসাহেবনগর এলাকায় জড়ো হয়েছিলেন।

আহত ৩

● প্রথম পাতার পর

আঘাত করতেও দেখা গেছে।

আড়াই মাস পর শেখ হাসিনার পদত্যাগ নিয়ে নতুন বিতর্ক উঠেছে, যদিও বঙ্গভবন থেকে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে একে 'মীমাংসিত ঘটনা' উল্লেখ করে বিতর্ক না করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

দানা ঘূর্ণিঝড়ের কারণে স্কুল বন্ধের নির্দেশ শিক্ষা দপ্তরের

কলকাতা, ২২ অক্টোবর(হি.স.): আগামী ২৩ অক্টোবর থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, হুগলী, হাওড়া এবং কলকাতার সমস্ত স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যের শিক্ষা দফতর।

এই সিদ্ধান্তটি দানা ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাব্য প্রভাবকে মাথায় রেখে নেওয়া হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েকদিনে দক্ষিণবঙ্গে ব্যাপক বৃষ্টিপাত এবং বাতাসের গতিবেগ বাড়বে, যা স্কুলের পরিবহণ এবং শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক হতে পারে।মঙ্গলবার শিক্ষা দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, "আমাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সুতরাং, এই সময়ে স্কুল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যাতে তারা নিরাপদে বাড়িতে থাকতে পারে।"

এছাড়াও, রাজ্যের বিভিন্ন জেলার স্কুল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তারা আগামী কয়েকদিনে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখবেন এবং আবহাওয়ার অবস্থা অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

এদিকে, শিক্ষার্থীদের এবং অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে জানানো হয়েছে, ঝড়ের কারণে পরিস্থিতি খারাপ হলে যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করতে। শিক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে এই সময়ে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ঘূর্ণিঝড় "দানার" প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টি ও ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়া অফিসের রিপোর্ট অনুযায়ী, দক্ষিণ আন্দামান সাগরে একটি ঘূর্ণবাত সৃষ্টি হয়েছে, যা আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে বঙ্গোপসাগরে অতি শক্তিশালী নিম্নচাপে পরিণত হবে।

কালীপুজোর আগে দানার ঝাপট পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এবং এই পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন। ইতিমধ্যে উপকূলবর্তী এলাকায় সমস্ত বিডিও ও এসডিওদের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ২৫টি ব্লকে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ত্রাণ সামগ্রী মজুত করা হয়েছে আয়লা সেন্টারসহ সমস্ত স্থানে।

নজরদারি করা হবে উপকূলবর্তী এলাকায় বাঁধগুলির। মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে না যাওয়ার জন্য মাইকিংয়ের মাধ্যমে সতর্ক করা হচ্ছে, এবং মাঝ সমুদ্রে থাকা ট্রলারগুলোর দ্রুত ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।অপরদিকে, রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন স্থান দীঘায় গতকালের আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পর্যটকদের জন্য হোটেল সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন সমস্ত দিক থেকে ঘূর্ণিঝড় "দানার" মোকাবিলায় প্রস্তুত হয়েছে। সৈকত উপকূলে চলছে মাইকিং, এবং পর্যটকদের সমুদ্রে নামতে দেওয়া হচ্ছে না। সিভিল ডিফেন্স, লুনিয়া, এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম সক্রিয়ভাবে প্রস্তুত রয়েছে, এবং দিঘা উন্নয়ন পর্ষদের পক্ষ থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে।

৪৫ গ্রাম মাদক সহ গ্রেফতার তিন, বাজেয়াপ্ত মোবাইল ফোন, নগদ টাকা সহ স্কুটি

গুয়াহাটি, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : নির্দিষ্ট গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আজ মঙ্গলবার ভোরে গুয়াহাটি মহানগরের লাস্টগেট এবং বশিষ্ঠ এলাকায় অভিযান চালিয়ে বমাল তিন মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। ধৃত তিন মাদক কারবারিকে যথাক্রমে রতন কুমার সিং, সামশেদ আলম এবং প্রদীপ চৌধুরি বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাদের হেফাজত থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে মোট ৪৫ গ্রাম সন্দেহজনক হেরোইন, একটি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট, নগদ ১৯,৭১০ টাকা এবং একটি স্কুটি।রাজ্য পুলিশের সদর দফতর সূত্রে জানা গেছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আজ ভোরে এসটিএফ আধিকারিক কপিল পাঠকের নেতৃত্বে পুলিশের এক দল দিশপুর থানা এলাকার লাস্টগেটে অভিযান চালায়। অভিযানকালে এএস ০১ এফই ২৬৯৩ নম্বরের একটি হোন্ডা ডিও স্কুটির গতিরোধ করে তাতে তালাশি চালায় এসটিএফ-এর দল। তালাশিতে একটি সাবান কেস থেকে ১৫ গ্রাম হেরোইন এবং নগদ ২,২০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করেন তাঁরা। এর সঙ্গে মাদক কারবারি বশিষ্ঠ এলাকার বাসিন্দা জনৈক রতন কুমার সিং (৩০)-কে আটক করা হয়।পরবর্তীতে রতন সিঙের প্রদত্ত স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বশিষ্ঠ থানা এলাকার ৪ নম্বর এ চিলারায় পথের বাসিন্দা জনৈক চন্দন দাসের ভাড়া ঘরে অভিযান চালিয়ে আরও দুই ড্রাগস কারবারি যথাক্রমে সামশেদ আলম ওরফে রাজু (৩০) এবং প্রদীপ চৌধুরি (২৭)-কে পাকড়াও করেন এসটিএফ-এর অভিযানকারীরা। এই দুজনের হেফাজত থেকে ৩০ গ্রাম সন্দেহজনক হেরোইন ভরতি ১৭টি কন্টেইনার এবং ৭৪টি খালি সাবানের কেস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এছাড়া সামশেদ এবং প্রদীপ চৌধুরির কাছ থেকে নগদ ১৯,৭১০ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছেন অভিযানকারীরা।পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের জন্য বাজেয়াপ্তকৃত হেরোইন, স্কুটি সহ ধৃত তিন মাদক কারবারিকে থানায় পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে এসটিএফ।

গগনচুম্বী শাক-সবজি সহ অত্যাবশ্যক সামগ্রী, শিবসাগরে খাদ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ কৃষকমুক্তির

শিবসাগর (অসম), ২২ অক্টোবর (হি.স.) : রাজ্যে শাক-সবজি থেকে শুরু করে অত্যাবশ্যক সামগ্রীর গগনচুম্বী মূল্যে দিশাহারা নাগরিককুল। এমতাবস্থায় গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন খাদ্য ও গণবন্টন দফতরের মন্ত্রী রঞ্জিতকুমার দাস। মন্ত্রীর নিদ্রা ভঙ্গ করতে এবং অত্যাবশ্যক সামগ্রীর মূল্য হ্রাস করতে প্রতিবাদী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে কৃষকমুক্তি সংগ্রাম সমিতি এবং ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতি। এই কর্মসূচির অধীনে আজ শিবসাগরের দৌলমুখ চারিআলিতে খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের মন্ত্রী রঞ্জিতকুমার দাসের কুশপুতুল দাহ করেছন দুই সংগঠনর শতাধিক কর্মকর্তা ও সমর্থকরা। মন্ত্রী রঞ্জিত দাসের কুশপুতুলে অগ্নিসংযোগ করে 'মূল্য বৃদ্ধি রোধ করো', 'খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ হায় হায়', 'রঞ্জিত দাস মুর্দাবাদ' প্রভৃতি স্লোগান দিয়ে এলাকার পরিবেশ উত্তাল করে তুলেন ছাত্র মুক্তি এবং কৃষক মুক্তির শতাধিক কর্মকর্তা ও কর্মী।সে সময় প্রতিবাদকারী এবং পুলিশের মধ্যে সৃষ্টি হয় হাতাহাতি, ধস্তাধস্তি। এক সময় পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দায় মাথায় নিয়ে খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের মন্ত্রী রঞ্জিত দাসের পদত্যাগ দাবি করেছেন কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রিতুমণি হাজরিকা।

৪২ লাখের নেশা সামগ্রী

● প্রথম পাতার পর

ইয়াবা ট্যাবলেট ও ৬ কেজি গাঁজা উদ্ধারকরে পুলিশ। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ৪২ লক্ষ টাকা হবে বলে জানান তিনি। সাথে বাড়ির মালিক দেবজিৎকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার বলেন, মেয়েরা এখন আর পিছিয়ে নেই। তাদেরকে স্বনির্ভর করে তুলতে হবে। সমাজের সকল ক্ষেত্রে মেয়েরা আজ সফলতার সঙ্গে কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক (পিপি) বিনয় ভূষণ দাস সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিগণ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন গোমতী জেলার জেলাশাসক তড়িৎকান্তি চাকমা। সভাপতিত্ব করেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়। সমাজের বিভিন্ন বিভাগ যেমন শিক্ষা, খেলাধুলা, সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য অনুষ্ঠানে ২০০ জন ছাত্রী এবং মহিলাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

াঙ্গন

নাইডু ট্রফি: কর্ণাটকের কাছে ইনিংস সহ ১৩১ রানে গো-হারা হারলো ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শঙ্কাটাই বাস্তবায়িত হলো ত্রিপুরার পক্ষে। সফরকারী কর্ণাটক অনেকটা ছেলে খেলা খেলে ত্রিপুরাকে ইনিংস সহ ১৩১ রানের বিশাল ব্যবধানে এক প্রকার গো-হারা হারিয়ে বোনাস পয়েন্ট পর্যন্ত ছিনিয়ে নিয়েছে। প্রথম ইনিংসে ত্রিপুরা ব্যাটার্সরা এক প্রকার উইকেট ছেড়ে আসলেও দ্বিতীয় ইনিংসে অনেকটা সাবালকের মত ভুল শুধরে খেলার চেষ্টা করে স্কোর ৩৪৫ পর্যন্ত তুলতে সক্ষম হলেও ইনিংস পরাজয়ের কালিমা কাটিয়ে তোলা সম্ভব হয়নি। তবে দ্বিতীয় ইনিংসে লড়াই করার মানসিকতা প্রকারান্তরে পরের ম্যাচের আগে মানসিক শক্তি বাড়াবে বলে মনে করছেন প্রাক্তন ক্রিকেটাররা। দুরন্ত ব্যাট করলেও এদিন দুর্ভাগ্য ওপেনার ঋতুরাজ ঘোষ রায় এবং মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান সপ্তজিৎ দাস-এর। মাত্র ৫ রানের জন্য ঋতুরাজ শতরান থেকে এবং সপ্তজিৎ চার রানের জন্য অর্ধশতরান থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। শেষ দিকে অভিজিৎ দেববর্মা দুরন্ত ব্যাটিং করেছেন।

মূলতঃ এই তিনজনের পাশাপাশি আনন্দ ভৌমিকের হাত ধরে দ্বিতীয় ইনিংসে ত্রিপুরা ৩৪৫ রান করল। অনূর্ধ-২৩ কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি ক্রিকেটে। ম্যাচের ত্রিপুরা পরাজিত হলো ইনিংস এবং ১৩১ রানে। শক্তিশালী কর্নাটকের বিরুদ্ধে। নরসিংগড় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে কর্নাটকের গড়া ৫৮০ রানের জবাবে ত্রিপুরা প্রথম ইনিংসের মাত্র ১০৪ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল।

৪৭৬ রানে পিছিয়ে থেকে ত্রিপুরা দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৪৫ রান করে। ত্রিপুরার পক্ষে ঋতুরাজ ঘোষ রায় ৯৫, অভিজিৎ দেববর্মা ৫৯ আনন্দ ভৌমিক ৫৪ রান করেন। ১ উইকেটে ৪০ রান নিয়ে মঙ্গলবার ম্যাচের তৃতীয় দিনে খেলতে নেমে ত্রিপুরার ব্যাটসম্যানরা এক কথায় দুরন্ত ব্যাটিং করেন। দিনের শুরুতেই ঋতুরাজ ঘোষ রায় এবং আনন্দ ভৌমিক ঠান্ডা মাথায় ব্যাট করে ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। দ্বিতীয় উইকেটে এই জুটি ২১৪ বল খেলে ১২১ রান যোগ করেন।

ঋতুরাজ ১৯৬ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৯৫ এবং আনন্দ ১০০ গোল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৪ রান করেন।

মিডল অর্ডারে অরিন্দম বর্মন ৪৫ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি সাহায্যে ২১ এবং সপ্তজিৎ দাস ৫৪ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও ১টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৬ রান করেন। দলের হয়ে ১০ নম্বরে ব্যাট করতে নামা অভিজিৎ দেববর্মা ৯৩ বল খেলে আটটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৯ এবং দীপ্তনু চক্রবর্তী ৫৮ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ (অপ:) রান করেন।

ত্রিপুরা ১০০.৫ ওভার ব্যাট করে সবকটি উইকেট হারিয়ে ৩৪৫ রান করে।

কর্নাটকের পক্ষে পারস গুরুবক্স আর্য্য ১১২ রানে ছয়টি এবং শশী কুমার কে ১২৮ রনে তিনটি উইকেট দখল করেন। ইনিংসে জয় পেয়ে বোনাস সহ ৭ পয়েন্ট পেল কর্ণাটক।

ত্রিপুরা আসরের প্রথম দুই ম্যাচেই পরাজয়ের মুখ দেখলো। ২৭-৩০ অক্টোবর ত্রিপুরা আসরের তৃতীয় ম্যাচ খেলবে শক্তিশালী তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে। নরসিংগড় পুলিশ ট্রেনিং আকাডেমি মাঠে হবে ম্যাচটি। হারলেও ব্যাটসম্যানদের পারফরম্যান্সে খুশি কোচ জয়ন্ত দেবনাথ। তবে আফসোস প্রথম ইনিংসে যদি ব্যাটসম্যান-রা জ্বলে উঠতে পারতো। তিনি বলেন, দ্বিতীয় ইনিংসে ছেলেরা যেভাবে ব্যাট করলো তাতে দলীয় ক্রিকেটারদের মানসিক শক্তি বেড়েছে।

যা পরের ম্যাচগুলোতে ভালো খেলতে সাহায্য করবে। এদিকে গ্রুপের অপর খেলায় তামিলনাড়ু ইনিংস সহ ৮৩ রানের ব্যবধানে চন্ডিগড় কে পরাজিত করেছে।

কেরালা ৫২১ রানে ইনিংস ঘোষণা করলে জবাবে উত্তরাখন্ড ২৬ ওভারে ১০৫ রান সংগ্রহ করেছে। মহারাষ্ট্র প্রথম ইনিংসে লিভ নিয়েছে ওড়িশার বিরুদ্ধে। ১৭৫ রানে পিছিয়ে থেকে ওড়িশা ইনিংস পরাজয় এড়ানোর লক্ষ্যে লড়ছে।

স্বাগতিক ত্রিপুরাকে ৬ গোলে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের দোরগোড়ায় সিকিম

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের দোরগোড়ায় সিকিম। জাতীয় মহিলা ফুটবলে ভাইটাল ম্যাচে ত্রিপুরাকে ছয় গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের পথ অনেকটা প্রশস্ত করে নিয়েছে। আগামী ২৪ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার চন্ডিগড়ের সঙ্গে খোশমেজাজে খেলে অন্ততপক্ষে ড্র করে এক পয়েন্ট পেলেই গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের খেতাব পেয়ে যাবে। ছাড়পত্র ছিনিয়ে নেবে মূল পর্বে খেলার। মঙ্গলবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বেলা দুইটায় দিনের দ্বিতীয় খেলায় ত্রিপুরাকে ছয় গোলে একপ্রকার হেলায় হারিয়েছে। প্রথম ম্যাচের মতো আজ দ্বিতীয় ম্যাচেও সিকিমের নির্ভরযোগ্য স্ট্রাইকার সিমরান গুরুং একাই চারটি গোল করেছে। খেলা শুরুতে দুই মিনিটের মাথায় প্রথম গোল সিমরানের পা থেকেই। প্রথমার্ধের শেষ দিকে ৪২ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করে লক্ষী তামাং ব্যবধান বাড়িয়ে দুই-শূন্য করে। দ্বিতীয়ার্ধে সিকিমের আরও দৃষ্টিনন্দন খেলা ত্রিপুরাকে বেশ চাপে ফেলে দেয়। ৪৯, ৬২ এবং ৬৯ মিনিটে পরপর তিন গোল সিমরানের পা থেকে। গোল ব্যবধান বেড়ে ৫-০ হয়। অবশেষে শেষ বাঁশি বাজার ঠিক আগ মুহূর্তে তথা এক প্রকার ইনজুরি টাইমে প্রিয়া ছেত্রীর একটি গোল চূড়ান্ত ব্যবধান ৬-০ করে। পুরো খেলায় ত্রিপুরার খেলোয়াড়রা একাধিকবার গোলমুখী আক্রমণ রচনা করতে উদ্যত হলেও কার্য্যত গোল করে ব্যবধান কমিয়ে আনার কোনও সুযোগ পায়নি। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি বাল্মী ফাওয়া।

ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টও মিস করবেন কেন উইলিয়ামসন

পুনে, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন ইনজুরির কারণে ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচও খেলতে পারবেন না। মঙ্গলবার নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট ঘোষণা করেছে, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের সময় কুঁচকির স্ট্রেনের জন্য এখনও তিনি পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। বৃহস্পতিবার থেকে পুনেতে শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় ম্যাচ। বেঙ্গালুরুতে প্রথম টেস্ট ম্যাচ জিতে নিউজিল্যান্ড ১-০ তে এগিয়ে রয়েছে। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের প্রধান কোচ স্টেড মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'আমরা কেইনকে পর্যবেক্ষণ করছি। সে সঠিক পথে ট্র্যাক করছে, কিন্তু এখনও একশ শতাংশ ফিট নয়। আশা করছি তৃতীয় টেস্টের জন্য তাকে পাওয়া যাবে।' ১ নভেম্বর থেকে মুম্বাইয়ে হবে তৃতীয় ও শেষ টেস্ট ম্যাচ।নিউজিল্যান্ড স্কোয়াড : টম ল্যাথাম (অধিনায়ক), টম ব্লুন্ডেল (উইকেটরক্ষক), মার্ক চ্যাপম্যান, ডেভন কনওয়ে, জ্যাকব ডাফি, ম্যাট হেনরি, ড্যারিল মিচেল, উইল ও'রকে, আজাজ প্যাটেল, গ্লেন ফিলিপস, রাচিন রবীন্দ্র, মিচেল স্যান্টনার, ইশ সোধি, টিম সাউদি, কেন উইলিয়ামসন, উইল ইয়াং।

গোমতী জেলার সফল মহিলা খেলোয়াড়রা আর্থিক পুরস্কারে সংবর্ধিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সাফল্য অর্জনকারী মহিলা খেলোয়াড়দের আর্থিক পুরস্কারে সংবর্ধিত করা হয়েছে। পাশাপাশি খেলোয়ারদের প্রশংসাপত্র এবং সুদৃশ্য কিটস প্রদান করা হয়েছে। উদয়পুরের রাজর্ষি হল-এ আজ, মঙ্গলবার এক বিশেষ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে ২৮ জন মহিলা খেলোয়াড়দের হাতে এই অর্থ পুরস্কার এবং প্রশংসা পত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' প্রকল্পের বাস্তবায়নে এই উদ্যোগ গোমতী জেলার ক্রীড়া মহলে অবশ্যই বেশ সাড়া পড়েছে। রাজ্য স্তরীয় স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এ বছর গোমতী জেলা দল বাস্কেটবল ইভেন্টে অনূর্ধ ১৭ বালিকা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। দলের ১০ জন খেলোয়াড়ের প্রত্যেককেই আজ সংবর্ধিত করা হয়েছে। অনূর্ধ ১৪ ফুটবল ইভেন্টে বালিকা বিভাগে এবছর রানার্স আপ খেতাব পেয়েছে গোমতী জেলা দল। টিমের ১৬ জন খেলোয়াড়ের প্রত্যেককে আজ, মঙ্গলবার ওই অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। অনূর্ধ ১৪ এবং অনূর্ধ ১৭ বছর বিভাগে স্কুল স্পোর্টস দাবা প্রতিযোগিতায় একজন রানার্স এবং একজন ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ী অর্থাৎ দুজন সাফল্য অর্জনকারী দাবারুকেও সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। ২৮ জনের প্রত্যেক খেলোয়ার কে ১৫০০ টাকা করে অর্থ পুরস্কারের পাশাপাশি প্রশংসাপত্র এবং সুদৃশ্য জার্সি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিবর্গ খেলোয়াড়দের হাতে অর্থ পুরস্কার এবং প্রশংসাপত্র ও কিটসতুলে দেন।

মহিলা ফুটবল : চন্ডিগড়কে ১৫ গোলে হারিয়ে গ্রুপ রানার্সের দাবিদার গুজরাট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে গুজরাট। জাতীয় মহিলা ফুটবলে গ্রুপ লীগের খেলায় গুজরাট আজ, মঙ্গলবার দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে চন্ডিগড় কে ১৫ গোলের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করেছে। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল ৮ গোলে এগিয়েছিল। প্রথম ম্যাচে গুজরাট শক্তিশালী সিকিমের বিরুদ্ধে ১-৪ গোলে পরাজিত হলেও দ্বিতীয় ম্যাচে চন্ডিগড় কে সোয়া ডজন গোলে হারিয়ে মুখ্যত গ্রুপ রানার্সের দাবিদার করে তুলেছে। প্রত্যাশা করছে আগামী ২৪ অক্টোবর গ্রুপ লীগের অন্তিম ম্যাচে স্বাগতিক ত্রিপুরার সঙ্গে অন্ততপক্ষ ড্র করে এক পয়েন্ট পেলেই গ্রুপ রানার্সের স্বীকৃতি ছিনিয়ে নেবে। এত দূর থেকে খেলতে এসে আয়োজক ত্রিপুরাকে নিজেদের ঘরের মাঠে হারিয়ে গ্রুপ রানার্সের খেতাবের মর্য্যাদা কম কিসে। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আজ, মঙ্গলবার ২৯ তম সিনিয়র মহিলা জাতীয় ফুটবল তথা রাজমাতা জিজাভাই ট্রফি ফুটবলের দ্বিতীয় দিনের প্রথম খেলায় গুজরাট ১৫ গোলের বিশাল ব্যবধানে চণ্ডীগড় কে পর্য্যুদস্ত করেছে। বিজয়ী দলের পক্ষে নাজবানূ শেখ, রূপা রাতভা-র জোড়া হ্যাটট্রিক উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, ঝিল কুমারী দামুড়, মিসবাবানু সিন্ধি এবং খুশবু সরোজ প্রত্যেকে দুটি করে গোল করেন। এছাড়া, মায়া রাবাড়ি, নিশা ঠাকুর ও ভূমিষা দ্রাবিড় করেন একটি করে গোল। পক্ষান্তরে চন্ডিগড়ের মাঝমাঠ, রক্ষণভাগ এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল, গোল পরিশোধ দূর-অস্ত, গুজরাটের গোলমুখী আক্রমণ প্রতিরোধ করতেই তাদের গলদঘর্ম হতে হয়েছে। খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি বিজয়ী দলের স্ট্রাইকার মায়া রাবারীকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে একবার সতর্কও করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি মাহি টুডু।

মহিলা সিনিয়র জাতীয় টি-২০ ক্রিকেটে চন্ডিগড়ের কাছেও হেরে ব্যাকফুটে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফের তীরে এসে তরী ডুবলো ত্রিপুরার। কোনভাবে আর দশটি বল কাটিয়ে নিতে পারলেই জাতীয় সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে আরও একটা জয়ের স্বাদ পেত ত্রিপুরা ক্রিকেট দল। খেলা লখনৌতে। রাজ্য দলের ব্যাটার্সরা আরও একটু দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাট চালিয়ে চ্যালেঞ্জিং টার্গেট ছুঁড়ে দিতে পারলে হয়তো রেজাল্ট বিপরীত হতো। ঠিক ১০ বল বাকি থাকতে চন্ডিগড় ত্রিপুরার গড়া ১০২ রানের টার্গেটে পৌঁছে যায়, দুই উইকেট হারিয়ে। আট উইকেটের বড় ব্যবধানে চন্ডিগড় দ্বিতীয় জয়ের স্বাদ পেয়েছে তৃতীয় ম্যাচের মাথায়। প্রথম ম্যাচে চন্ডিগড় সিকিমকে ৬২ রানে হারানোর পর দ্বিতীয় ম্যাচে ছয় উইকেটে হিমাচল প্রদেশের কাছে হেরেছিল। পক্ষান্তরে ত্রিপুরা প্রথম ম্যাচে সিকিমকে ৭২ রানে হারানোর পর ক্রমান্বয়ে তিন ম্যাচে হারতে হয়েছে যথাক্রমে রেলওয়েজ, কেরালা ও আজ চন্ডিগড়ের কাছে। অটল বিহারী বাজপেয়ি দ্বিতীয় মাঠে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরা প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত কুড়ি ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ১০১ রান সংগ্রহ করে। ওপেনার মৌচৈতি দেবনাথ এর ৩৭ রান, ঋজু সাহার ২৯ রান উল্লেখযোগ্য। জবাবে চন্ডিগড় ১৮.২ ওভার খেলে দুই উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে আরাধনা ৩৯ রানে এবং শিবাঙ্গী ২০ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয় এনে দেয়। ওপেনার মনিকা পান্ডে ৩০ রান সংগ্রহ করেছিল। রাজ্য দলের তামান্না নিগম ও রেশমা নায়েক একটি করে উইকেট পেয়েছে। গ্রুপ লীগের অপর খেলায় রেলওয়েজ ৩৫ রানের ব্যবধানে কেরালা কে হারিয়ে টানা চতুর্থ জয় ছিনিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের পথ অনেকটা প্রশস্ত করে নিয়েছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

সদস্যতা পদ অভিযানে মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর:দ্বিতীয় দফায় সদস্যতা পদ অভিযানে শামিল হলেন রামনগরের বিধায়ক তথা মেয়র দীপক মজুমদার। রামনগর বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন ফ্ল্যাটে গিয়ে তিনি সদস্যপথ গ্রহণ করেন। ১৫ই অক্টোবর থেকে ৩০ শে অক্টোবর দ্বিতীয় দফায় রাজ্যব্যাপী বিজেপির সদস্য পদ সংগ্রহ অভিযান চলছে।ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে যে ১২ লক্ষ টার্গেট নেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে সাড়ে ৬ লক্ষ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। মোদিজীর আহবানের পাশাপাশি বিজেপি দলের কর্মকান্ডে উৎসাহিত হয় দলে দলে লোক বিজেপি দলে সামিল হচ্ছে। মঙ্গলবার পুর নিগমের ১৬ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন ফ্ল্যাটে সদস্য পদ সংগ্রহ করেন মেয়র তথা রামনগর কেন্দ্রের বিধায়ক দীপক মজুমদার।

বাজেয়াপ্ত বিপুল পরিমাণ শব্দবাজি নষ্ট করলো মহকুমা শাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ অক্টোবর: বাজেয়াপ্ত বিপুল পরিমান শব্দবাজি নষ্ট করলো মহকুমা শাসক।সংবাদে প্রকাশ দুর্গাপূজার প্রাক্কালে তথা মহা ষষ্ঠী পুজার দিন বিকালে বুধবার তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে তেলিয়ামুড়া থানা দিন রাজনগর এলাকায় এক ব্যক্তির বাড়িতে বিপুল পরিমাণে শব্দবাজি অবৈধভাবে মজুদ করে রাখা হয়েছে।

খবর পেয়ে মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদার ডিসিএম সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে হানা দেয় রাজনগর এলাকার সেই বাড়ি থেকে বিপুল পরিমান শব্দ বাজি উদ্ধার করে। জানা গেছে আটক কৃত সেই বাজির আনুমানিক বাজার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা ছিল। এদিকে আটককৃত সেই বাজি গুলিকে মঙ্গলবার বিকালে নষ্ট করা হয়। দমকল কর্মীদের সাহায্যে মহকুমা শাসকের কার্য্যালয়ের মাঠেই গর্ত করে জলে ভিজিয়ে এইগুলি কে নষ্ট করা হয়।

উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদার, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তি, তিনজন ডিসিএম হরিপদ সরকার, অমিত রায় চৌধুরী, অঞ্জন দাস।

জেলায় শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার আবেদন বিজেপির কৈলাসহর জেলা কমিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২২ অক্টোবর:শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী সাম্প্রদায়িক বক্তব্য উপস্থাপন করা থেকে বিরত থাকতে বিজেপির কৈলাসহর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে। সাম্প্রতিককালে কিছু বিভেদগামী শক্তি সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে সরকারের সুনাম বিনষ্ট করার চক্রান্ত শুরু করেছে বলে গুরুত্ব অভিযোগ করেছে বিজেপি মহিলা শহর জেলা কমিটি। আজ কৈলাসহরের বিজেপি এর জেলা কার্য্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়।

এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির ঊনকোটি জেলার জেলা সভাপতি পবিত্র দেবনাথ, ঊনকোটি জেলার বিজেপি র জেলা সাধারণ সম্পাদক অরুন সাহা, ও বিজেপি এর জেলা প্রবক্তা।সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা প্রবক্তা জানিয়েছেন, যে গত কিছুদিন যাবত কৈলাসহরের শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট করার জন্য সরকারকে দোষারোপ করার জন্য চেষ্টা করছে বিভিন্নভাবে কায়দা করে। এর জন্য সুনির্দিষ্টভাবে এদের নাম দিয়ে থানায় এফআইআর করা হবে।

চিকিৎসকের কোয়ার্টারে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২২ অক্টোবর:বক্সনগর হাসপাতালের চিকিৎসকের কোয়াটার দুঃসাহসিক চুরি ঘটনায় হাসপাতাল চত্বরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার ভোর রাত্রে ডাক্তার শ্যাম দেববর্মার কোয়াটারে দুঃসাহসী চুরি হয়েছে। এই ঘটনা সকাল সাড়ে নটা হাসপাতাল থেকে ডিউটি সেরে এসে উনার রুম খুলে দেখেন সমস্ত ঘরে জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। এই ঘটনা দেখে ডাক্তার বাবুর চক্ষু চড়কগাছ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে অন্যান্য কর্তব্যরত ডাক্তার এবং নার্স স্টাফ ডেকে বিষয়টি অবগত করেন। কোয়াটার থেকে চুরি হওয়া জিনিস গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুলি হল রাইস কুকার, গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসের স্টোভ, ইলেকট্রিক কুকার, ইলেকট্রিক হট ওয়াটার, নতুন পাম্প ওয়াটার মেশিন, সাপ মার্সিবল স্টাটার মেশিন, পুরাতন হাসপাতালগুলো থেকে, ২০ টি সোলার লাইটের ব্যাটারি নিয়ে চোরের দল পলায়ন করে। উক্ত চুরির ঘটনা জানিয়ে কলমচৌড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এখন দেখার বিষয় পুলিশ চোরদের ধরতে সক্ষম হন কিনা।

চুরি যাওয়া সামগ্রী সহ পুলিশের হাতে ধরা পড়ল ৩ চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২২ অক্টোবর : চুরির ঘটনায় দোষীদের জালে তুলতে সাফল্য পেয়েছে খোয়াই পুলিশ। চুরি যাওয়া সামগ্রী সহ খোয়াই পুলিশের হাতে ধরা পড়ল ৩ চোর।ঘটনার বিবরণে খোয়াই পুলিশ জানিয়েছে, গত ১৪ অক্টোবর রাতে খোয়াইয়ের আঠাইবাড়ির বাসিন্দা অনুরায় দেববর্মার বাড়িতে চুরি হয়। চোরেরা স্বর্ণালংকার সহ মোবাইল চুরি করে নিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে বাইজলবাড়ি থানা ও খোয়াই থানা মিলে চোরদের জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে।পুলিশের দাবি, বিভিন্ন সূত্র মারফত চোরের দলের একজনের নাম জানতে সক্ষম হন তদন্তকারী আধিকারিক। সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী পুলিশ প্রথমে আকাশ দেববর্মাকে আটক করে, পরে তার সাথিরাও ধরা পড়ে। পুলিশ তাদের কাছ থেকে কিছু স্বর্ণের গহনা এবং মোবাইল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু কিছু গয়না চোরের দল স্বর্ণের দোকানে বিক্রি করে দেয় বলে সেটা এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে শীঘ্রই বাকি গয়না উদ্ধার করে অনুরায় দেববর্মার বাড়িয়ে ফিরিয়ে দেবে, জানিয়েছে পুলিশ।

রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আশঙ্কাজনক দুই বন্ধু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২২ অক্টোবর: দুই বন্ধুর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। আটক উভয় পরিবারের একাধিক সদস্য। আহত দুই বন্ধুকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

বিশালগড় ১ নং চন্দ্রনগর এলাকায় দুই বন্ধুর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে। রক্তাক্ত দুই বন্ধুকে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়। ঘটনা মঙ্গলবার দুপুরে। দুই বন্ধুর ঝামেলা ছড়িয়ে পড়ে দুই পরিবারে সদস্যদের মধ্যে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ছুটে যায় বিশালগড় থানার পুলিশ। উভয় পরিবারে একাধিক সদস্যকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। গোটা ঘটনায় এলাকায় টানটান উত্তেজনাকর পরিস্থিতি। জানা যায় বিশালগড় এক নং চন্দ্রনগর এলাকার প্রসেনজিৎ দেবনাথ ও আলমগীর হোসেনের মধ্যে কোন এক বিষয়কে কেন্দ্র করে বেধড়ক মারধোর শুরু হয়। উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ দেখতে পেয়ে তাদের পরিবারের সদস্যদের মতো ছড়িয়ে পড়ে সেই সংঘর্ষের ঘটনা। অল্প বিস্তার উভয় পরিবারের সদস্যরা আহত হয়।ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যান বিশালগড় থানার সেকেন্ড ওসি কপিল পাল সহ টিএস আর জওয়ানরা। আহতদের বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক দুই বন্ধুকে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে রেফার করেন। এদিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে ঘটনার সঙ্গে জড়িত উভয় পরিবারের একাধিক সদস্যকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশালগড় থানায় মামলা পাল্টা মামলা দায়ের করা হয়।

হাসপাতালের গাফিলতিতে অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূর মৃত্যু, অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর:ফের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের চরম গাফিলতিতে অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে আইজিএম হাসপাতালের বিরুদ্ধে। ঘটনা মঙ্গলবার দুপুরে। মৃত অন্তঃসত্ত্বার নাম রূপমালা চাকমা(২২)। স্বামীর নাম সুরজিৎ মালাকার।

মৃতার স্বামী জানিয়েছেন, হাসপাতালে আসছিলেন সোনোগ্রাফি করার জন্য। তখনই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তার স্ত্রী। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালের ভেতরে নিয়ে এসে কোলে করে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘুরতে থাকেন সুরজিৎ। কিন্তু কোন স্বাস্থ্যকর্মী তাকে সাহায্য করেনি। ইমারজেন্সি বিভাগ থেকে ডেলিভারি বিভাগ, সেখান থেকে গাইনো বিভাগে তাকে পাঠানো হয়। প্রায় আধ ঘণ্টা স্ত্রীকে কোলে নিয়ে তিনি বিভিন্ন বিভাগে ঘুরতে থাকেন। কিন্তু কেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। শেষ পর্যন্ত গাইনি বিভাগে নিয়ে গেলে দেখা যায় তার স্ত্রী আর নেই। ডাক্তার জানিয়ে দেন, আর কিছুটা আগে আসলে হয়ত কিছু হতে পারতো।

ঘটনায় সুরজিৎ এর অভিযোগ হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীদের গাফিলতির কারণেই মৃত হয়েছে তার স্ত্রীর। যদি হাসপাতালের কর্মীরা তাকে বিভিন্ন বিভাগে না ঘুরিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত তবে হয়তো আজ তার স্ত্রী রক্ষা পেয়ে যেত। স্ত্রীর মৃতদেহ নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন সুরজিৎ মালাকার।

রাস্তার ডিভাইডারে গাড়ির ধাক্কা, আহত ৯ জন ছাত্রী সহ এক শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর : বেপরোয়া গতির কারণে দুর্ঘটনায় ৯ জন ছাত্রী সহ এক শিক্ষক গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। আজ মঙ্গলবার সকালে পুরাতন রাজভবনের সামনে রাস্তায় ডিভাইডারে ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে যাত্রীবাহী কমান্ডার জীপ।

এদিন রাধানগর স্ট্যান্ড থেকে টিআর-০১-এ-২০৫৮ নম্বরের জীপ যাত্রী নিয়ে কামালঘাটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিল। প্রচন্ড গতির কারণে জীপের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং পুরাতন রাজভবনের সামনের রাস্তায় ডিভাইডারে ধাক্কা দেয়। তাতে, ৯ জন ছাত্রী ও একজন শিক্ষক গুরুতর আহত হয়েছেন। জানা গেছে, ইকফাই কলেজের ছাত্রী ও শিক্ষক ছিলেন।

এদিকে, প্রত্যক্ষদর্শীরা কুঞ্জবন অগ্নি নির্বাপক কর্মীদের খবর দিলে তাঁরা ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে জি বি হাসপাতালে নিয়ে যান। জনৈক দমকল কর্মী জানিয়েছেন, ওই দুর্ঘটনায় একজন ছাত্রী গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে যান এবং তাঁর পায়ে গুরুতর আঘাত লেগেছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। অন্যদিকে, গাড়ির চালক দুর্ঘটনার পর পালিয়ে গেছে। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি থানায় নিয়ে গেছে।

চোরের উপদ্রবে অতিষ্ঠ শহরবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর: রামনগর ৮ নম্বর এলাকায় একটি অটো থেকে ব্যাটারি চুরি করে নিয়ে গেছে চোরেরা। পার্শবর্তী বাড়ির সিসি ক্যামেরায় চুরির ঘটনা ক্যামেরাবন্দি হয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। শহর জুড়ে থেমে নেই চুরির ঘটনা। বাড়ি ঘরই হোক অথবা রাস্তার পাশে রাখা গাড়ি,সুযোগ পেলেই চোরের দল হাতিয়ে নিচ্ছে বিভিন্ন মূল্যবান জিনিসপত্র। গতকাল রাতে রামনগর ৮ নং নিবাসী বিপ্রজিত ঘোষের অটো থেকে দুই চোর ব্যাটারি চুরি করে নিয়ে পালায়। পুরো ঘটনা পাশের বাড়ির সিসি ক্যামেরায় রেকর্ডিং হয়। সেখানে দেখা যায় একটি পালসার বাইক নিয়ে দুই চোর দুবার ঘুরাঘুরির পর গাড়িটির সামনে থেমে সেখান থেকে ব্যাটারি চুরি করে নিয়ে পালায়। এখন দেখার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে পুলিশ চোরেদের সনাক্ত করতে পারে কিনা।

ভুয়ো বিল ও অতিরিক্ত টাকা আদায় করার অভিযোগ টি.এস.ই.সি লিমিটেডের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর: বিদ্যুৎ ভোক্তাদের পকেট কাটার অভিযোগ টি.এস.ই.সি লিমিটেডের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি বেসরকারি বিদ্যুৎ সরবরাহকারী ফেডকোর সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে ত্রিপুরা স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি করপোরেশন লিমিটেড নিজের হাতে দায়িত্ব নিয়েছেন। ফেডকোর কর্মীদের কর্মসংস্থান হলেও বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ভোগান্তি,পকেট কাটা বন্ধ হয়নি। মর্জিমাফিক অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল তুলছে টি.এস. ই. সি লিমিটেড। এমনটাই অভিযোগ বামুটিয়া বিদ্যুৎ বিভাগের অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকার ভোক্তাদের।

বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করলেও টাকা কাটা হয়। কিন্তু ইউনিট কাটা হয় না, তার সঙ্গে যুক্ত করে বৃদ্ধি করা হয় ইউনিট। ফলে বিদ্যুৎ মাশুল একটি ধাপ থেকে আরেকটি ধাপে যুক্ত হয়ে বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এইভাবে প্রতি গ্রাহক থেকে ৫০/১০০/২০০ বিদ্যুৎ মাশুল অতিরিক্ত আদায় করছে। এই অবস্থায় গ্রাহকরা জানতে চাইলে গ্রাহকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।এই বিষয়ে বামুটিয়া বিদ্যুৎ বিভাগের এক কর্মী জানান ,উক্ত বিষয়টি সম্পূর্ণ টি.এস. ই.সি লিমিটেডের ,তাদের হাতে কিছু নেই।অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিলের বিষয়ে বলে ফেডকোকে বাতিল করার সময় ফেডকো শেষ মাসের ডাটা প্রদান করেননি তাই গ্রাহকদের যে বিল আসছে তাই দিতে হবে।

অনুপ্রবেশের দায়ে তিন রোহিঙ্গা ও দুই বাংলাদেশী নাগরিককে আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর: সীমান্তে কড়া নিরাপত্তার পরও অবৈধভাবে বাংলাদেশিরা রাজ্যে প্রবেশ করছে। আবারো ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের দায়ে তিন রোহিঙ্গা ও দুই বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করেছে জিআরপি। আজ তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরার সীমান্তগুলিতে বিএসএফ'র কড়া নজরদারি চলছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশিরা বিভিন্ন পথে ত্রিপুরায় প্রবেশ করে নিচ্ছে। এর মধ্যে আগরতলা রেলস্টেশন থেকে ৫ জন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করে পুলিশ।

জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে আগরতলা রেলস্টেশনে দিয়ে রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশী নাগরিক বহিঃরাজ্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবেন। ওই খবরের ভিত্তিতে জিআরপি, আরপিএফ, বিএসএফ যৌথ অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে ৫ জনকে ব্যক্তিকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে। পুলিশী জেরাই তারা অবৈধভাবে ত্রিপুরায় প্রবেশের বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তারা বহিরাজ্যে যাওয়ার জন্য রেলস্টেশনে এসেছিলেন।

তিনি আরও বলেন, তাদের মধ্যে তিনজন রোহিঙ্গা এবং দুইজন বাংলাদেশী নাগরিক রয়েছেন। রোহিঙ্গারা হায়দ্রাবাদ এবং বাংলাদেশীরা মুম্বাই যাওয়ার উদ্দেশ্যে রেলস্টেশনে এসেছিল। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান তিনি।

শিশু সুরক্ষা নিয়ে এক দিবসীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর: মিরাকল ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়া এবং রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের উদ্যোগে মিশন বাৎসল্য এবং কার্য্যকর কেস ম্যানেজমেন্ট ভারতীয় শিশু সুরক্ষা এবং সোশ্যাল ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টের উপর এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিনের কর্মশালা আগরতলার একটি বেসরকারি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা, ভলেন্টিয়ারী হেল অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারপারসন সুলেখা রায় সহ অন্যান্যরা।

এদিন শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন বলেন, মিশন বাৎসল্য মূলত ২০২০ সালে করোনায় যারা মা বাবাকে হারিয়েছে তাদের নিয়ে চালু করেছিল ভারত সরকার। তাদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আজকের এই কর্মশালা।

সংখ্যালঘু দপ্তর এবং ওয়াকফ বোর্ড অফিস পরিদর্শনে মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর:মঙ্গলবার সংখ্যালঘু দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া সংখ্যালঘু দপ্তর এবং ওয়াকফ বোর্ড অফিস পরিদর্শন করেন। সংখ্যালঘু দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া সংখ্যালঘু দপ্তর পরিদর্শন করেন এবং বোর্ড অফ ওয়াকফ অফিস পরিদর্শন করেন। সাথে ছিলেন য়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান মোফশর আলী অন্যান্য আধিকারিকরা।

এদিন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়ার পরিদর্শনকালে অফিসের কাজকর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। অফিসের প্রত্যেক কর্মীকে স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে সরকারি কাজকর্ম পরিচালনা করতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

বিগত দিনের কর্মসংস্কৃতি পরিবর্তন করে নয়া কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে এনে অফিসের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনা করতে তিনি প্রত্যেকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

এনইএসটিএস একলব্য আদর্শ আবাসিক বিদ্যালয়ের জন্য চালু করল তৃতীয় পর্যায়ের 'অ্যামাজন ভবিষ্যৎ প্রকৌশলী কর্মসূচি'

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর : জনজাতি শিক্ষার্থীদের জন্য জাতীয় শিক্ষা সমিতি (এন ই এস টি এস) আজ নয়াদিল্লিতে ত্রিপুরা সহ দেশের মোট আটটি রাজ্যের পঞ্চাশটি একলব্য আদর্শ আবাসিক বিদ্যালয় (ই এম আর এস)-র জন্য চালু করলো তৃতীয় পর্যায়ের 'অ্যামাজন ভবিষ্যৎ প্রকৌশলী/ইঞ্জিনিয়ার কর্মসূচি'উএই পর্যায়ে প্রতিবন্ধক শৃঙ্খল, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সংকেতায়ন, ব্লক প্রোগ্রামিং এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পর্ব নিয়ে উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া যুক্ত করা হয়েছেউ এর পাশাপাশি এন ই এস টি এস —এর আয়ুক্ত অজিত কুমার শ্রীবাস্তব চারদিনের বহুমুখী কর্মসূচির উদ্বোধন করেনউ এতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা, ই এম আর এস কোডার্স এক্সপো, বিগত বছরে ই এম আর এস-এর কুড়িটি শীর্ষ কোডিং প্রকল্পের প্রদর্শনীও রয়েছেউ

এই উপলক্ষে এন ই এস টি এস-এর আয়ুক্ত অজিত কুমার শ্রীবাস্তব উদীয়মান প্রযুক্তি সম্পর্কে শিক্ষাদানে প্রয়োজনীয় দক্ষতাসহ জনজাতি শিক্ষাদানকারীদের ক্ষমতায়নের গুরুত্ব বিষয়ে আলোকপাত করেনউ তিনি কোডিঙ প্রজেক্ট বা সংকেতায়ন প্রকল্পে নিজেদের সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবন দক্ষতায় সেরা তিন শিক্ষার্থীকে সম্বর্ধিত করেনউ একইসঙ্গে সারা বছর শিক্ষার্থীদের দিকনির্দেশনা কাজে সনিষ্ঠতায় যুক্ত থাকা সেরা তিন তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষককেও সম্বর্ধিত করা হয়।

অ্যামাজন ভবিষ্যৎ প্রকৌশলী/ইঞ্জিনিয়ার কর্মসূচির তৃতীয় পর্যায় দেশের চারশো দশটি প্রস্তাবিত ই এম আর এস-এ একসঙ্গে চালু করা হবে। অ্যামাজন ভবিষ্যৎ প্রকৌশলী/ইঞ্জিনিয়ার কর্মসূচি দুই বছর ধরে চলছেউ ইতিমধ্যেই ষষ্ঠ থেকে অষ্টম মানের সাতহাজারেরও বেশি শিক্ষার্থীকে কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং ব্লক প্রোগ্রামিং সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেউ পঞ্চাশজনেরও বেশি শিক্ষককে পূর্ববর্তী ধাপে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে ষষ্ঠ থেকে নবম মানের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিবন্ধক শৃঙ্খল, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সংকেতায়ন, ব্লক প্রোগ্রামিং অন্তর্ভূক্ত করার জন্য পাঠ্যক্রমকে সম্প্রসারিত করা হবে। পরবর্তী পর্যায়ে সিবিএসই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় দক্ষতা সংক্রান্ত সহপাঠ্যক্রমের সঙ্গে একযোগে দশম মানের শিক্ষার্থীদের জন্যও প্রকল্প-ভিত্তিক অতিরিক্ত ভার্চুয়াল পর্বের সংস্থান করা হবে।

প্রসঙ্গতঃ এন ই এস টি এস সারা দেশে জনজাতি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযুক্তিগত সাক্ষরতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার আধুনিকীকরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই সক্ষমতা-নির্মাণ কর্মসূচীর মাধ্যমে, এন ই এস টি এস-এর লক্ষ্য হল জনজাতি ছাত্রদের এস টি ই এম -এর ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের জন্য ভালোভাবে তৈরী করে তোলার মাধ্যমে দেশের প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতে অবদান রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা।

জেলায় শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার আবেদন বিজেপির কৈলাসহর জেলা কমিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২২ অক্টোবর:শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী সাম্প্রদায়িক বক্তব্য উপস্থাপন করা থেকে বিরত থাকতে বিজেপির কৈলাসহর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে। সাম্প্রতিককালে কিছু বিভেদগামী শক্তি সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে সরকারের সুনাম বিনষ্ট করার চক্রান্ত শুরু করেছে বলে গুরুত্ব অভিযোগ করেছে বিজেপি মহিলা শহর জেলা কমিটি। আজ কৈলাসহরের বিজেপি এর জেলা কার্য্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়।

এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির ঊনকোটি জেলার জেলা সভাপতি পবিত্র দেবনাথ, ঊনকোটি জেলার বিজেপি র জেলা সাধারণ সম্পাদক অরুন সাহা, ও বিজেপি এর জেলা প্রবক্তা।সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা প্রবক্তা জানিয়েছেন, যে গত কিছুদিন যাবত কৈলাসহরের শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট করার জন্য সরকারকে দোষারোপ করার জন্য চেষ্টা করছে বিভিন্নভাবে কায়দা করে। এর জন্য সুনির্দিষ্টভাবে এদের নাম দিয়ে থানায় এফআইআর করা হবে।

বন্যার ফলে বিকল জলের মেশিন, সমস্যায় চাষীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২২ অক্টোবর: বন্যার পরে কৃষকের জলের মেশিনগুলি এখনো বিকল হয়ে আছে। জলের সমস্যার কারণে কানি কানি ফসল হুমকির মুখে পড়তে পারে সোনামুড়া মহকুমার কৃষিজ অঞ্চল গুলি। সাম্প্রতিক বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে রাজ্যের প্রান্তিক চাষিরা।

সোনামুড়া মহকুমার গোমতী নদী লাগুয়া গ্রামগুলি, বিশেষ করে কলম ক্ষেত, গ্রাম তুলি, তেল কাজলা, বানিয়া ছড়া, ইন্দিরা নগর, রাঙামাটিয়া, বেজিমারা এই গ্রামগুলিতে কৃষকরা প্রচুর পরিমাণে সবজি ফসল চাষ করেন। এদের চাষের উপর নির্ভর করে মহাকুমার বাজারগুলি।সাম্প্রতিক বন্যায় এদের কৃষিজ জমিতে যে সবজি ফসলগুলো চাষ করেছিল, এগুলি ধ্বংস করে দিয়েছিল বন্যায়। কিন্তু এই সমস্ত কৃষকদের সরকার সাহায্যের কোন হাত বাড়াননি। তারপরও কৃষকরা বন্যার পরবর্তী সময়ে, কেউ সুদে, কেউবা মাইক্রো ফাইনান্স কোম্পানিগুলি থেকে ঋণ নিয়ে সরকারের আশা ছেড়ে দিয়ে, শীতকালীন,ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, মরিচ, ও অন্যান্য সবজিগুলি চাষ করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল গোমতী নদীকে ব্যবহার করে যে সমস্ত জলের মেশিন গুলি বসানো হয়েছে, সেই সমস্ত মেশিন গুলি নষ্ট ও বিকোল হয়ে গিয়েছে, যার ফলে ওই সবজি ক্ষেত এর ফসল গুলিকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য জল একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু কোথা থেকে জল আসবে, মেশিন বিকল। যার ফলে কৃষকরা অত্যাধিক পরিশ্রম করে, এলাকার পুকুর ও নালাগুলি থেকে কাঁধে করে জল এনে ফসলগুলিতে জল দিয়ে কোন রকমে রক্ষা করছে। এই চিত্র ধরা পড়েছে সোনামুড়া মহকুমার একটি কৃষি ব্যস্ততম এলাকা কলমক্ষেতে। এই এলাকায় কৃষকদের জন্য চারটি জলের মেশিন বসানো হয়েছে। কিন্তু বন্যার সময় এই সমস্ত মেশিন ঘরে জল প্রবেশ করে মেশিন গুলির নষ্ট বিকোল হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু এতদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল এই মেশিনগুলি ঠিকঠাক করে বা সংস্কার করে কৃষকদের জলের ব্যবস্থা করার জন্য, না দপ্তর, না কৃষক নেতা কারোর কোন ভূমিকা দেখা যাচ্ছে না। আর এইদিকেই জলের জন্য কৃষকদের বর্তমান শীতকালীন ফসলগুলি প্রায় হুমকির মুখে বলা চলে। আসলে কৃষকরা সব সরকারের আমলে বঞ্চিত। এদের দুঃখের কথা শুধুমাত্র বক্তৃতা মঞ্চে শোনা গেলেও বাস্তবে কিন্তু অনেক ফারাক। একদিকে যখন বন্যার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা সরকারের তরফ থেকে কোন আত্মিক সহযোগিতা পেল না, অন্যদিকে কৃষকরা সরকারের আশা ছেড়ে সবজি চাষ করে এখন জলের সমস্যার কারণে বর্তমানে তারা দিশেহারা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।